নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং। ৫১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[জন্ম-ভূমি]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে,
সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
প্রীতিপূর্ণিত রূপ অনুপম রে।
কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে,
হেরি ঐ মূরতি, হৃদয়-কন্দরে।
জনক জননী, সুখ-স্পর্শমণি,
বিরাজিত যে সুখ-রত্নাকরে।
কিবা স্নেহমাখা, যত বাল্য-সখা,
ছিল পুষ্পিত যে বনে ঘরে ঘরে।
প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী,
হ'লো বিকশিত যেই সুখ-সরে।

সে সুখ-সরসে পরিমল আশে
তৃষিত মানস-মরাল বিহরে।
সেই পুণ্য দেশে, ফল ফুলে হাসে,
কল্প-কানন এ অবনী-মাঝারে।
সে দেশের তরে, দু নয়ন ঝরে,
হেরি ভগ্ন দশা হৃদয় বিদরে। ৫২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বঙ্গভাষার প্রতি।]

(এক দিন হবে যদি—সুর)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি।
স্বভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী
শত কোটি চন্দ্র-জিনি প্রভাময় মুখখানি॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে সুশোভিনী।
বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বসে,
নয়ন-জলে যাও ভেসে, কোন্ দুঃখে বিনোদিনী॥
ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশি তরা লহ মাল্য অসি,
আমি যাহা ভাল বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী॥
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দ্দশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি॥ ৫৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

(মুদ্রশাসন আইন সম্বন্ধে—১২৮৬ সাল।)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ছিল গো ভারত তব একই অধিকার।
তাহেও বঞ্চিতপ্রায় হইলে এবার॥
অবিচার উৎপীড়নে, দহিলে পরাণ-মনে,
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা, ছিল তব কাঁদিবার॥
দুখ-দাবানলে দহি, দুঃখের কাহিনী কহি,
একই উপায় ছিল, শান্তিবারি লভিবার॥
এমনি কপাল তোর, দুখদাহে দহি ঘোর,
সে ঘোর দুঃখের কথা, কহিতে নারিবে আর॥ ৫৪

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী সুর।

মন রে তোর কি বিবেচনা!
(আহা) রাজমাতা এ ভারত করেন পরের আরাধনা।
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তোর কি দুঃখ হয় না।
অমূল্য ধন তার, গেছে চুরি তাই ত তাঁর এ যাতনা।
কেন যে এমন হ'ল জেনেও যেন জান না।
দেশী খাবার ফেলে দিয়ে খেতে চাও বিদেশী খানা।
হ্যাট কোট পেণ্টুলন ভাল, ধুতি চাদর ভাল লাগে না।
খারাপ পরের লও রে বেছে, ভালগুলি কেন শিখ না। ৫৫

রাধানাথ মিত্র।

কালেঙড়া—আড়াঠেকা।

এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম-হারে,
পূজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে!
ওঠ বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
বাজাও ভৈরবে বীণা গভীর মেঘ-মল্লারে!
ওঠ জয়দেব বঙ্গে, মধুর মুরলী-সঙ্গে
বাজাও মধুর তানে মৃদু বসন্তবাহারে!
কেন রহিলে নীরবে, গাও একতানে সবে,
জাগা'য়ে ভারত সুপ্ত গিরি বন পারাবারে! ৫৬

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

মুলতান—আড়াঠেকা।

বহু দিন হ'তে যে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী,
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ-মাধুরী।
অসুর দস্যুর বেশে, প্রবেশি ত্রিদিব-দেশে
লুটিয়াছে রত্নাগার—কহিনুর গে'ছে চুরি!
দেবতার সুধা যাহা, দানবের ভোগে তাহা,
কত কষ্ট অমরের—আহা আহা মরি মরি!
সহে না পরাণে আর, এ যাতনা অনিবার,
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি—
জাগা-সিন্ধু দেবতার, —রত্নরত্ন গর্ভে তার—
উদ্যম-মন্দরে মথি আশার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।

যদি উঠে হলাহল, করিব কণ্ঠের তল,
বল না কি ভয় তাহে? প্রতিজ্ঞা "বাঁচি কি মরি"। ৫৭

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

[জন্মভূমি]

ঝংলাট—খেমটা।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে।
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে ভাত' তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে। ৫৮

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

[আবাহন।]

কাফি—একতালা।

উঠ গো বাণি বীণাপাণি
উঠ গো বঙ্গ-কাননে।
উঠ গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে।

আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান।
পীযূষ-শক্তি সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ,
তাড়িত-তেজ-স্ফুরণে। ৫৯

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

[ভারতোক্তি।]

বাগেশ্বরী—জলদ তেতালা।

রে বিধি ! কেন আমারে, নানা রত্ন অলঙ্কারে,
ভূষিত করিয়াছিলে।
এতেক সদয় যদি, না হ'তে তুমি রে বিধি,
আসিতো না নির্য্যাতিতে নানা জাতি দস্যুদলে।
ছিনু ডুবে সিন্ধু জলে, আদরে ছ'করে তুলে,
হিমাদ্রি-কোলেতে কেন আমারে স্থাপিলে।
করিয়ে পরের দাসী, পরের অন্ন প্রত্যাশী,
তবে কেন ওরে বিধি, আগে মান বাড়াইলে।
আর্য্যকুল-নারী আমি, আর্য্য-ধর্ম্ম অনুগামী,
যবন-করেতে তুমি, আমারে সমর্পিলে।

বিস্তৃত ঐ সিন্ধুনীরে, কেন না ডুবা'লে মোরে,
ঘটিত না এই সব তা হ'লে এ দগ্ধ ভালে। ৬০

দীননাথ ধর।

(দিল্লী-দরবার।)

আজি কিসের এ দিন!
করহ চিন্তন, ভারত-সন্ততিগণ॥
যেই সুবিখ্যাত স্থানে, ভরত-আদি ভূপগণে,
আর্য্যজাতি যশঃ-কীর্ত্তি করিল স্থাপন,
ভারতেরি ভাগ্য ক্রমে, আজি সেই পুণ্যভূমে,
অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইছে ঘোষণ॥
জ্যোতিহীন আর্য্যজাতি, নাহি সে অন্তর-ভাতি,
অলীক আলোকে তাই পুলকিত মন॥
পিতৃগণ যে প্রদেশে, ধায়িত বীরের বেশে,
আজি তথা নটসাজে আর্য্যের নন্দন॥
পূজি যথা সূর্য্যদেবে, পূর্ব্ব পূজ্য আর্য্য সবে,
যবন ম্লেচ্ছরে পদে করিল দলন;
আজি আর্য্যসুত তথা, প্রাণভয়ে হেটমাথা,
দেবমালি পূজিতেছে ম্লেচ্ছেরি চরণ॥
এ দীন দগ্ধ মানসে, ভাবিয়া দীন প্রকাশে,
পুত্রহীন ভীষ্মার্জ্জুন, প্রকৃত বচন॥ ৬১

দীননাথ ধর।

বসন্ত বাহার—একতালা।

আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে।
আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
ত্যজি যায় সুখ-তারা, যেমন প্রভাতে রে।
বিদেশী-চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে।
দুখে ভারতজননী, করিছে রোদন-ধ্বনি,
হারাইলে মণি ফণী, যেমন বিষাদে রে।
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুধারাশি,
পূরবে ভারত-শশী যেমন উদিলে রে।
ভারত বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন, গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পলাবে কি দুরালয়, ভারতের মসী রে।
আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে॥ ৬২

অবিনাশচন্দ্র মিত্র।

(অয়ি দুখময়ী উসে—সুর।)
ললিত—আড়া।

যদি গাবে গাও বঙ্গে দুখের কাহিনী।
মিলিয়া সহস্র স্বরে মাতাও মেদিনী॥
কামিনী-কোমল-গানে, মোজ না যুবকগণে—
রসাতলে যেও না কো মদিরা সেবনে;
উদ্বোধিয়া সাধুভাবে, জাগাও নিদ্রিত জীবে,
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচুক ধমনী।

আর দুখ সহে না, দেখিলে যাতনা,
দিবা নিশি দেখিতেছ তবুও ভাব না;
বঙ্গের বিলাপ গীত, উঠুক গগণে,
ভাসুক নয়ন-নীরে, বঙ্গের ভামিনী। ৬৩

জগদীশ্বর সেন।

(বন্ধ বন্ধ বন্ধ আজি,—সুর।)
ঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে,
প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে।
আয় রে মুসলমান ভাই, আজি জাতি-ভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে।
ভারতের কাজে আজি, আয় রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি এখন তোরা আপন্ হলি,
হই রে তবে গলাগলি, ভাই ভাই ব'লে।
ভারতের যেমন মোরা, ও রে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গে'ছে চলে।
আয় রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি,
এমন আর পবিত্র ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে ল'য়ে ভারতে প্রমত্ত হ'য়ে,
হিন্দু যবন কাজ করিব, জাতিভেদ ভুলে।
এই ধূলিতে আকবর তোলেন,
এই ধূলিতে শ্রীরাম খেলেন,

আরও শৌর্য্য বীর্য্য কত, মিশিয়াছে কালে।
ওরে ভাই এ ধূলির গুণে, খাটি সবে প্রাণপণে,
ভারতের দুর্দ্দশা মোরা, নাশিব সমূলে॥ ৬৪

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বেহাগ—আড়া।

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে।
সোণার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারেখারে।
অন্নপূর্ণ রাজ্যে হা রে, হা অন্ন হা অন্ন করে,
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট কে সহিতে পারে;
ছিল ধন-ধান্যে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া,
অন্নাভাবে হা হতোঽস্মি, প্রতি ঘরে ঘরে।
এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাতে যায়,
এই তুলাতে কাপড় তথায়, বোনে মাঞ্চেষ্টারে;
মাঞ্চেষ্টার হ'তে এসে, ঘরের টাকা নেয় যে শুষে,
এ দিকে দেশের তাঁতি, অনাহারে মরে।
এই কি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস্ কেমন করে;
আয় রে চেষ্টা করি সবে, দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
সাজাব দেশী তাঁতি সবে, ধন-রত্ন-হারে।
ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
তেতালা চৌতালায় কেমন, সুখে বিরাজ করে;

(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দ্দশা, প্রাণ যে কেমন করে।
এক সমান জিনিষও হ'লে, যেটা ইংরাজের বলে,
দেশী জিনিষ ছেড়ে সেটা, নেয় কুলাঙ্গারে;
কেন কুলাঙ্গার হব, দেশের মোরা ধন বাড়াব,
সুখে রাখিব যত, দেশী দোকানদারে।
আর সবে দ্বারে দ্বারে, ভাই সকলের পায়ে প'ড়ে,
(যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলিগে সবারে;
বিলাতি ফাঁকিতে ভুলে, আর যেন না টাকা ফেলে,
যতন যেন করে যাতে, দেশের টাকা বাড়ে। ৬৫
অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[নব্য বঙ্গের প্রতি]
(জানি কার রূপসাগরে—সুর।)

ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হ'লে।
ওরে আর্য্য-কুলে জনম ল'য়ে, সকলই কি ভুলে গেলে?
কিসে যে ভাই এমন হ'ল, বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে,
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাই রে দিবা নিশি মজে র'লে।
(ও ভাই) নাচে গানে থিয়েটারে, কেমন এক মূর্ত্তি ধ'রে,
(বেড়াও) মিলে সবে পান চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা একবারও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতি কর্ম্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটা'লে,

ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে জনমিয়ে আর্য্যকুলে।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গর্ব্ব করে,
ও ভাই আর্য্য ঋষির গাঁথা যত জলে ফেলে,
এ ভাব দেখে তোমার, ভাই রে আমরা,
ভাসি সদা নয়নজলে। ৬৬

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[দিল্লী দরবার।]

ললিত—একতালা।

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।
বিজয়-পতাকা কেন বিমানে উড়িছে॥
আনন্দ-বাজনা বাজায়ে বাজায়ে,
হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধেয়ে,
ভেটীতে কাহারে পুলকিত হ'য়ে,
নানা দিক হতে কেন গো আসিছে।
হেরি কি সভা শোভার বাহার,
হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপার,
কিসের আনন্দ হইল এবার,
তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে।
কোথা হৃষীকেশ পাণ্ডবতারণ,
পাণ্ডব প্রাধান্য প্রকাশ কারণ,
রাজসূয় কিহে পুনঃ আয়োজন,
এত কাল পরে পুনঃ কি হ'তেছে॥ ৬৭

কালীচরণ ঘোষ।

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে ;
যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না,
তবে ও গান গাস্‌নে।
হৃদয়ে যে কথা লুকান রয়েছে, সে আর জাগাস্‌নে। ৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক,
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত-গগণে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশকোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে, সে দিন আসিবে।

আপনার মাকে, মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে। ৬৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে।
মা হ'য়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে।
কব কত দুঃখের কথা, জানাব কি মনের ব্যথা,
দয়া কর ও গো মাতা, তব দীন পুত্রগণে।
চারিদিকে হাহাকার, অসন্তোষের নাহি পার,
অন্নাভাবে বাঁচা ভার, কেমনে ধরি জীবনে?
অনুগ্রহ নাহি চাই, যেন সুবিচার পাই,
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই, করি মা একান্ত মনে। ৭০

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

(১৮৯০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে।)

কে আছিস্ দেখ্‌সে এসে, কেমন শোভা হ'য়েছে!
(আজ) দেশ বিদেশের সবাই এসে, আলো করে বসেছে!
(কারো) নাইকো জাতি, কুলের অভিমান;
(ওরে) কোল দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান!
একটী গানে একটী তানে,—সবাই বীণা সেধেছে;—
(আজ) ভারতবাসী, মায়ের নামে মহাযজ্ঞে মেতেছে।
(ওরে) সামান্য জন নয়কো এরা,
(একদিন) এরাই ছিল জগৎ সেরা;
(এখন) যতন বিনে, দিনে দিনে,—দশাহারা হ'য়েছে;
কপাল দোষে, কালের বশে,—প্রাণে মরে রয়েছে।
কোথায় গো মা মহারাণি!
(আমরা) তোমা বিনে কুল দেখিনি!
"মা" বলে মা! সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে!
"ছেলে" ব'লে কোলে নে মা।
ভয়াতুরে অভয় দে মা!
মায়ের পরাণ কেমন ক'রে, চুপ করে আজ রয়েছে। ৭১

স্বরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

[ভারতসভার উৎসব উপলক্ষে গীত।]

কীর্ত্তন—খেমটা।

আয় আয় ভাই আয়রে সবে।
কোটী প্রাণ খুলে, কোটী তান তুলে,

কাঁপায়ে গগণ, কাঁপায়ে ভুবন,
জয় জন্মভূমি, জয় জয় রবে।
শিখ মুসলমান, হিন্দুর সন্তান,
কোটী কোটী ভাই, এক হ'য়ে যাই,
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে? ৭২ অজ্ঞাত।

বেহাগ।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
প'ড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মোরে' কিবা ফল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়
সময় সময় করে' পাঁজি পুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজ পথে গলাগলি;
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোনে করে দলাদলি?

বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,

যারা বসে' আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই;
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে' যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই। ৭০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[আশার স্বপন।]

মিশ্র-কেদারা—একতালা।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
ধীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা। ৭৪

কুমারী কামিনী সেন।
(কামিনী রায়)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিক সঙ্গীত।

নারীজাতীর হীনাবস্থা।

(লজ্জায় ভারত-যশ—সুর।)

খাম্বাজ—যৎ।

ভারত-নারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে;
ঝরে নয়নের বারি অবিরত ধারে।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,
মানুষ বলিয়া কভু কেহ না আদরে।
ক্রীড়ার পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর ন্যায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে।
হায় যবে নিরজনে এ সব একান্ত মনে—
ভাবি, দংশে চিত্ত-দেহ কালবিষধরে।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদেরে মোচন করি,
সঁপি, আছে যাহা কিছু, ইহাদের তরে॥ ১৪

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

(কত কাল পরে—সুর।)

খাম্বাজ—আড়াঠুংরি।

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী,
হও "বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর গুণ-গাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্ব্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। ১৬

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

(লক্ষ্মীর ভারত-যশ—সুর।)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ আনন্দ-দিনে মিলে সকলে ;
কর হে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় খুলে।
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান-আঁধারে,
পাশবদ্ধ-পাখী-প্রায় ছিল এতকাল ;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি পথে মন-কুতূহলে।
আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমা'য়ে ?
যার যতটুকু বল আছে দেহমনে,
ঢালিব তাঁহাদের সহায়তা তরে।
দুর্ব্বল ব'লে মোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায়। ১৭

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে।]

(লজ্জায় ভারত-যশ—সুর।)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারি॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, স্বরূপ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে, দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেন নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি॥ ৭৮

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে।
পূরব সৌভাগ্যরবি, হায়, পশ্চিম-আকাশে;—
সে দিন প'ড়েছে ঢ'লে, ভুলেছে সে দিন হ'তে,
অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান তামসে।
কোথা গার্গী, কোথা খনা, মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপণা,
সকলি হ'য়েছে লুপ্ত, করাল কালের গ্রাসে;

সে শিক্ষা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা, কেবল
দুর্গতির শেষ, নারীজন্ম ভারতবরষে।
বল হে শিক্ষিত দল, সুশিক্ষার এই ফল?
মাতৃকুলে এ দুর্গতি সহ্য কর অনায়াসে!
এস ভাই কর দান, এই দেহ, এই প্রাণ,
যে সম্পত্তি আছে, ঢে'লে দাও মনের হরষে॥
তবে আর্য্য-অঙ্গনার, না রবে এ দশা আর;
ভরিবে বিপুল ধরা, পুনঃ তাহাদের যশে। ৭৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী-কাওয়ালি।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী-পানে।
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে।
অজ্ঞান-আঁধারে তারা, হ'য়ে আছে পথহারা,
হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে-ভব কাননে।
কোমল কুসুমসম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণতলে, তাদেরে সতত দলে,
রাখ হে রাখ হে প্রভু দুখিনী রমণী গণে।
বিধবা-নয়নাসার, করিতেছে অনিবার,
ভাসা'য়ে ভারত ভূমি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে;
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়া আঁখিজল,
উদ্ধারিবে দুখীনীরে, জুড়া'বে তাপিত প্রাণে॥ ৮০

সুন্দরীমোহন দাস।

(হৃদয়ে থাক হে নাথ—সুর।)

ঝিঁঝিট—আড়া।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ;
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে।
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত ললনা,
দলিত কুসুমসম অনাদরে অত্যাচারে।
যে দেশে সাবিত্রী জনা, সীতা দময়ন্তী, খণা,
জন্মেছিল সেই দেশে ঢেকেছে কি অন্ধকারে ?
ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে দুঃখসাগরে।
গৃহলক্ষ্মীরূপা যাঁরা, মৃত প্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে।
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা,
ঘুচিবে না ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে। ৮১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

(কত দিন রহিবে—সুর।)

খাম্বাজ—আড়া।

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ ;
জননী জন্মভূমি চির বিষাদে মগন।
হারাইয়া রত্নাসন, অরণ্যে করে ভ্রমণ ;
অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন।
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা ;
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন।

না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে ;
কণকপুতলিসম, ভারত-রমণীগণ
শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি ;
(সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ।
কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন ;
রবে চির অস্তগত, ভারত-সুখ-তপন। ৮২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কত কাল পরে—সুর।)
ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

কত দিন বল ভারত-রমণী।
কাঁদিয়ে কাটাবে দিবস যামিনী॥
অজ্ঞান-আঁধারে, অকূল সাগরে।
ডুবিল অবলার জীবন তরণী।
তারাও রমণী, রাণীও রমণী।
(তবে) করুণা কেন না করিবেন তিনি ?
যাচে যোড়করে, রাণীর দুয়ারে।
ঘুচাও তাঁ'দের দুঃখের রজনী॥ ৮৩

অমরচন্দ্র দত্ত।

[নরনারী সম্মিলন।]
(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)
ঝিঁঝিট—একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল।
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল।

কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি ;
উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি, উল্লাসে পবন বহিল।
ভারতজননী চির বিষাদিনী, পুত্র কন্যা ল'য়ে বসিলা আপনি ;
বহু দিন পরে দেখ রে দেখ রে আহা কিবা শোভা হইল।
ঐ দেখ চেয়ে গত কথা স্মরি, বহিছে নয়নে বিষাদের বারি ;
ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি বদনেতে পুনঃ ভাতিল।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, ভুলিব কি প্রাণ যতদিন রবে,
শুভদিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই জীবন-সঞ্চার হইল।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন, এস তবে ভাই করি প্রাণপণ,
জয় বিভু জয় গাও রে সকলে, ভারতের দুঃখ ঘুচিল। ৮৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

সাহানা—কাওয়ালি।

এত দিনে বুঝি, বোন্ দুঃখনিশা অবসান,
উদয় মোদের ভাগ্য, উদিত সুখ তপন।
জনমে জানিনে কভু, জ্ঞান কি পরম ধন ;
যুগ যুগান্তর আছি, হ'য়ে অজ্ঞানে মগন।
হ'য়ে স্বার্থপরবশ, কারার বন্দিনীপ্রায়,
অজ্ঞান-তিমিরে যারা রেখেছিল গো সবায়
ঐ দেখ তারা সবে, সাজিয়ে এসেছে এবে,
সাজাইতে আমাদিগে, দিয়ে জ্ঞান-আভরণ।
সম্মুখে দেখ মা চেয়ে, উপহার-ডালা ল'য়ে,
ভেটিতে আসিছে তারা, চল সই যে বরিয়ে ;

যদি হ'য়ে অগ্রসর, বাড়াইয়ে দি'ল কর,
হাত ধরাধরি করি চলি তবে ভাই বোন্। ৮৫

অজ্ঞাত।

[বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য।]

বাহার—ধং।

ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে,
পরিপূর্ণ দশ দিক্ ঘোর হাহাকারে॥
মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে, স্বর্ণ-ভারতেরে॥
ধন মান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল,
জাগ রে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে॥ ৮৬

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

বঙ্গে একি দেখি অত্যাচার, গুণ-জ্ঞান-যুত বঙ্গেরি সন্তান,
জ্ঞান-অভিধানে করে অভিমান, কিন্তু একি জ্ঞান না পাই সন্ধান,
অজ্ঞানের মত যত ব্যবহার।
দুগ্ধপোষ্য-বালক বালিকারি সনে, আবদ্ধ করিছে বিবাহ বন্ধনে,
বারেক ভাবিয়ে নাহি দেখে মনে,
কি বিষম ফল ফলিবে তাহার।
স্বার্থপর হয়ে জনক জননী, সন্তানের শুভাশুভ নাহি গণি,
বাল্য পরিণয়ে করিছে বন্ধন,—একি দেশাচার।
অন্ধ কি তাহারা নিজমন্দ জ্ঞানে, বারেক ফেরিয়ে না দেখে নয়নে

কেবল মাত্র এই পিশাচ-বন্ধনে,
দুঃখার্ণবে ভাসে কত পরিবার।
কতদিনে বিধি অনুকূল হবে, এ দারুণ প্রথা বঙ্গ ছাড়ি যাবে,
মনুধর্ম্মমতে মানবে চলিবে, ঘুচিবে এ দেশের রোদন হাহাকর। ৮৭

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

[বিধবার উক্তি।]

সুর ঝিঁঝিট—পোস্তা।

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমিরে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতী;
তথাপি যুবতী হ'য়ে, পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা;
কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা। ৮৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিধবার উক্তি।]

আলাইয়া—যৎ।

নির্দয় বিধাতা কেন রে আমারে,
পাঠা'লে ভারতে রমণী করেরে।
কি দোষে বলরে, কি ভাবি অন্তরে,
ভাসা'লে আমারে দুঃখ পারাবারে।
ভারত-পুরুষ, অন্ধ-স্বুখ-বশ,
অবলা দুখেতে কাতর নহেরে।
বৈধব্য যন্ত্রণা তারা ত জানে না,
পত্নীর বিয়োগে অন্যেতে মজেরে।
হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি কর,
হ'য়ে অগ্রসর, এ দুঃখ নাশরে। ৮৯ অজ্ঞাত।

[স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহের আন্দোলন করেন, সেই সময় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইত।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া ঠেকা।

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে,
সদরে করেছো রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাব, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,

রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোকলাজ ভয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
ছজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন—
বিনানিয়া বাঁধবো খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
যে দিন হতে, মহা প্রসাদ, শুনেছি ভাই এ সম্বাদ,
সে দিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর, না হতে হুকুম।
ঠাকুরপোরে করিব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে ॥ ৯০

অজ্ঞাত।

[উপরোক্ত গানের অন্তরকম।]

(ঐ—সুর।)

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের, লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাকবো মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,—
আলো চাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই ;—
এয়ো হয়ে, যাব সবে, বরণডালা মাথায় লয়ে ॥ ৯১

অজ্ঞাত।

মধুকানের সুর—তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে।
অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে।
দুঃসহ জীবন-ভার, বহিতে পারিনে আর,
এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে
বিষাদে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,
কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।
কে আছ লহ এক বার, দুঃখিনীর সমাচার,
বিপদে কর উদ্ধার, বাঁচাও হে প্রাণে। ৯২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(মধুকানের সুর।)

মল্লার—কাওয়ালী।

হায়! বাল্যবিধবা দুঃখিনী ; হ'য়ে চির পরাধিনী,
কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।
মলিন মুখ কমল, ঝরিছে নয়ন জল,
রোদনমাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিনী।
নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে,
পড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হ'য়েছে বর্ণ,
বিষাদে সদা বিষণ্ণ, যেন মাতঙ্গ-দলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে, শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী

ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যাবে,
অবলার শোকে বিলাপে, পূর্ণ হল গগন মেদিনী। ৯৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

[আর্য্য-বিধবা।]
আসাবরী—আড়া।

কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর!
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিবিদ-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে;
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোক-পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর! ৯৪
*দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাগেশ্রী—আড়া।

(কে কাঁদিছ?)
কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে;
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।

এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাণে।
নিশীতে ঝরিলে অশ্রু বিষাদে কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল,
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছা'বে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ-দানে।
হেরিয়া দুখিনী আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্ম ফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,
যথা পূজা দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে। ৯৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(কৌলীন্য, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ।)

[অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি।]

(জীব সাজ সমরে—সুর।)

মনদুঃখ ক'ব কায়,
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপাল দোষে,
কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এ সব কুলমেয়ে,
বলি দিবে কুলময়ির পায়।
আমারা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে, কঠিন পিতা মাতা তায়,

স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দু'জনে,
(কেবল) ভ্রাতৃ-জায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে,
পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়।
সদা মরি মনস্তাপে,
না জানি কি পাপে পাপিনী জেনেছে বিধাতায় (তাতে)
পাপ ভেবে চিতে, পাপীনীদের হাতে,
দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়।
(হায়) মোদের যে যম পতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মরা দেবীধরে থেকে যমঘরে,
(নিতে) বারণ করে যম রাজায়। ৯৬
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[শিশু বরের প্রতি বৃদ্ধার উক্তি।]

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু-বরের পাশে কোন্ বা বসে,
ঘোমটা দিব পাক্‌না চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলি,
নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে,
ভাল ফল্লো ফল বন্ধ্যালিতে মিল্ল বর এক কচমা ছেলে।
হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু-বরকে নিয়ে,
কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,

(ওকে) বলব বা কি, বলবে বা কি,
বলবে বা কি এয়োকুলে।
আমার এ অন্তকালে, ওর শুভ দৃষ্টি হ'লে,
ছেলেটী ডরবে এ চাঁদ মুখ দেখিলে,
নিয়ে দুধের বর, কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে। ৯৭

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকার উক্তি।]

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।)

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড় হেরে ডরে মরে।
দিলে কাশটা, সে আকাশটা
ফাটে, কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে।
সাজা'য়ে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বল্লে মায় দেখিস বরে নয়ন ভরে,
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাট্ট করে।
মোট্‌কা সব ঘট্‌কা এসে, শুনালে চোট্‌কা ভাষে,
বুড়টা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মত্ত কৈতে দন্ত নড়ে। ৯৮

ঐ

(হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে—সুর।)

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে।

বল কোন্ দুরাচারে ; তুমি সরলা বালারে ;
এ কঠোর কারাগারে ; অবিচারে দিলে।
নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,
নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু ; সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী এ মহিমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধূর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলিনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে। ৯৯

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

(দেখলাম যত নারী বসে নীরে—সুর।)

বল্লালী তুই যারে বাঙ্গালা ছেড়ে।
ডুবলে ভারত কদাচারে,
সোণার বাঙ্গালা যায় রে ছারেখারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যভিচার তুই যা রে সরে,
পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ-মায়েরে অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজে সব কুলিনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হয়ে,
(এরে) ওদের দশা মনে হলে, দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জলে মরে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,
(এরে) কুমারী কুলীন-কুমারী করে অশ্রুপাত,

(এরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটকসনে করে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে। ১০০

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

(দেখলাম যত নারী বসে নীরে—সুর)।

মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, এথে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে।
ঘরে ঘরে কুলমেয়ে দুখে ভেসে যায়,
(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(এরে) বল বল খড়্‌দ কুলে, কি গৌরবে আছ ভুলে,
দেশ নালিশে সমূলে, আর কত কাল রবে এ গৌরবে!
সযতনে অন্নদানে কুল-কন্যাগণ, (এরে)
মূক শুকপাখীসম করেছ পোষণ (এরে)
তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ, সে পাখী জীয়ন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে। ১০১

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনূঢ়া কন্যার উক্তি।]

(পারব না রাজ সভায় যেতে—সুর।)

কার পানে বা চাবে পিত এ দুঃখিনী কুলমেয়ে,
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি,
রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে।

ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে যায়ার অনুগত,
(আর) দাসী হয়ে রব কত, ভ্রাতৃ-বধূর মুখচেয়ে।
অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেষে পিত কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে।
চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
(এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুঃখিনীরে ভাসাইয়ে। ১০২

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কোন বহুবিবাহকারী স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন।]

(হাঁরে বিবি তোরে যদি বিয়লেতে পাই রে—সুর।)

বহু দিন পরে এসেছি, চিনি না কো শ্বশুরবাড়ী,
কোন্ পথে যাইব মা গো, বিশ্বনাথ বাবুরীর বাড়ী।
যা'রা ছিল ছেলে পিলে, তা'দের হ'ল ছেলে পিলে,
বিয়ে করেই গেলুম ফেলে, হয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরেরই নামটী জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা, তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা,
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর ত হাসি রাখ্‌তে নারি,
তুমি যা'কে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারি। ১০৩

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কুলীন কুমারীগণের বিবাহ দর্শনার্থী প্রতিবেশিনী-
গণের উক্তি।]

(গুরু-চিন্তা কর মন রে দিন ত বয়ে যায়—সুর।)

আয় লো আমরা কুলীন-বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখ্‌তে যাই,
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই,
নৈলে নিদান পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটী বৎস চারিটী গাই,
(দিবে) এক বরেই চারিটি মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া, পিতা মাতার দয়া নাই। ১০৪

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কুলীন কন্যার উক্তি।]

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই,
অবলা ডুবিয়া মরি, কোন কূল নাহি পাই।
হইয়া কুলীন বালা, সহে না সহে না জ্বালা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই।
বহুনারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সার হাহাকার জীবন যন্ত্রণা ঠাঁই। ১০৫

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

[সুরা পান।]

(ওহে দীননাথ—সুর।)

ললিত বিভাস—একতালা।

তোমারে যে জন, করেন গ্রহণ,
তাহার কখন ভাল নাহি হয়।

তুমি সর্ব্বনাশী, বঙ্গ ভূমে আসি,
নাশ রাশি রাশি মানবনিচয়।
যে দিকে যেখানে হেরি বঙ্গভূমে,
সে দিকে পূর্ণিত তোমারই ধূমে;
ধরি মায়া-বেশ, নাশ বঙ্গদেশ,
তোমারই তরে হাহাকারময়।
যকৃৎ প্লীহাদি শ্বাস-কাশ যত,
সাংঘাতিক রোগ আছে নানা মত;
সেই সমুদয়, তোমা হ'তে হয়,
আহা কত তায়, মরে জীবচয়!
ও রে সুধা তোর হেরে অত্যাচার,
বসে বঙ্গমাতা কাঁদে অনিবার;
নীরবে নির্জ্জনে, ব্যাকুলিত মনে,
সে দুখ হেরিলে বিদরে হৃদয়। ১০৬

হরনাথ বসু।

[ওহে দীননাথ—সুর।]
খাম্বাজ—একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়,
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।
দেখ গো এক বার, ডুবিল সংসার,
আমাদের প্রতি হ'য়ে কৃপাবান্।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,
রহিব কি মোরা হ'য়ে নিরাশ্রয়,
চিরদুঃখী দীনহীন নিরুপায়,
অনাথ দরিদ্র-বালক-সমান।

তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন-দেহ অস্থিচর্ম্মসার,
দেখিলে সে দুঃখ বিদরে পাষাণ। ১০৭

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে।
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম-দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃতসমান,
তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঞ্চিত ধন-সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে। ১০৮

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(মন চল নিজ নিকেতনে—সুর।)

সুরট মল্লার—একতালা।

ও ভাই ম'জোনা সুরাপানে।
বলি বিনয় করে, দুটি পায়ে ধরে,
রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে।
কত গুণবান প্রিয়দরশন,
ভারত-মাতার হৃদয়ভূষণ,

যৌবন বয়সে, মজে সুধারসে,
অকালে মরিল প্রাণে।
ভাসা'য়ে সকলে দুঃখের পাথারে,
চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,
পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে,
বিষম শেল বুকে হেনে;
দেখ দেখ কত যুবা বলবান,
মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,
সাংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ,
না পায় সুখ জীবনে। ১০৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন-সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ।
কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-শুণ্ডিকাভবন।
প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।
কাঁদিছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন;
ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক-স্রোতে,
করিতেছে সর্ব্বনাশ, ঘোর অনিষ্ট সাধন। ১১০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

[ভারত-মাতার উক্তি।]

ললিত—তিওট।

বাছা বলি রে অকালে জীবন দিও না।
(মায়ের কথা রাখ রে)

আশু সুখে মত্ত হ'য়ে, নিজ নিজ হাতে তুলে,
সুরা-গরল খেও না ॥
অভাগিনীর পুত্র যত, সুরাপানে হ'য়ে রত,
আমার মরমে দিল কত বেদনা।
সে কথা স্মরণ করি, সদা বহে চক্ষে বারি,
আমারে আর কাঁদা'ও না ॥ ১১১

হরিনাথ মজুমদার।

হায় রে তোদের হাতে ধরে করি রে মানা।
তোমরা কেউ সুধা বলে, হাতে তুলে,
(সুরা-গরল) পান করো না, রে ॥
১। মদ্য হয় কাল ভুজঙ্গ, ওরে' যে করে তাহারি সঙ্গ,
হয় রে তার ধন সাঙ্গ, জীবনো রহে না ;
এই যে গরল পানে, মলো প্রাণে, (সোণার হরিশ),
আর তো উঠে বসিল না (রে) ॥
২। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গশশী, তারে খেলে ঐ রাক্ষসী,
এর মত সর্ব্বনাশী, এমন আর দেখি না ;
খেলে কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর পুরিল না ॥ (রে)
৩। মাইকেল শ্রীমধুসূদন, ওরে ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন,
করিলে সাধন এখন, সে ধন আর মেলে না ;
সে যে গরল খে'লো, চলে প'লো,
মা বলে আর ডাকিল না, রে ॥ (সাধের মধুসূদন)
৪। আমার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার সুত কলার ছড়া,
শিখালাম লেখাপড়া, পেয়ে রে যাতনা ;

এমন মত্ত মদে, রও আমোদে, (কেঁদে মরি)
মায়ের কথা কেউ শোন না, রে॥ (মদে মত্ত সদা)
৫। কাঙ্গাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গমাতা, রাখ তাঁর কথা
ওরে ভাই, আপনার মাথা আপনি খেও না;
ওরে, কাঁদিতে তাঁর জনম গেল, মাকে আর ভাই কাঁদা'ও না রে
(তোদের পায় ধরি)। ১১২ হরিনাথ মজুমদার।

(কি আর জানাব নাথ—সুর।)
পাহাড়—আড়াঠেকা।

কেমনে ভারতে পাপ সুরা স্রোত প্রবেশিল,
অনল-প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল!
শুধু এ অনল নয়, এ বহ্নি গরলময়,
অনন্ত প্রবাহবলে ভারতেরে বিনাশিল!
হায় রে সোনার বঙ্গে, এ পাপ-সুরা-তরঙ্গে,
অঙ্গার করিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল!
দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা,
ঐশ্বর্য্য বিভব সহ জীবন আহুতি দিল।
পুত্র শোকে অবিরত, কাঁদে জন্মভূমি কত,
অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিবিল! ১১৩
গোবিন্দচন্দ্র দাস।

(বাসে ফিরে দিন আমার—সুর।)
মুলতান—আড়াঠেকা।

(বিভো!) কত দুঃখ দিবে আর বল,
হারাইয়া রাজ্যধন, হারাইয়া সিংহাসন,
বাঁচিয়া ছিলাম দেখে যাঁ'দের মুখকমল!

সুরার প্রবল স্রোতে, যায় তারা অধঃপাতে,
কাঁদা'য়ে অভাগী মায়—হায় কি পাপের ফল।
দেখ বঙ্গে অবিরত, সন্তান-শ্মশান কত,
জলিতেছে মহা ঘোরে পোড়াইয়া মর্ম্মস্থল। ১১৪
গোবিন্দচন্দ্র দাস।

[সুরার উক্তি।]
লক্ষৌ ঠুংরি।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডূষ' কর পিপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলাভাঁটি, আছে বেশ্ পরিপাটি,
জীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্র্যাণ্ডী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।
ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
কর হে যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি,
কর দোহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়,
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়। ১

[সুরাপায়ীগণ।]

জয় ব্রাণ্ডী শ্যাম্পীন্, তুমি হুইস্কি তুমি জিন্,
নাহি জানি তব পরিচয়।
ক্লারেট মেডেরা শেরি, তুমি রম্ ধান্যেশ্বরী,
খোলা ভাঁটি তুমি ব্রহ্মময়।

পামর পাষণ্ড যারা, তব নিন্দা করে তারা—
কে বলিবে কত পুণ্যে হয়।
তোমার পিপার গাছ, তোমার বোতলে কাচ,
জয় সুরেশ্বরী জয় জয়।

২

[সুরা।]

খাও হে আরেক গ্রাস—কিসের সংসার ?
বুজিলে চক্ষের পাতা কেবা থাকে কার
করিলে চপেটাঘাত, করিও না অশ্রুপাত,
ফিরাইয়া দিও অন্য কপোল তোমার।
প্রদানি মুখের গ্রাস, পরের পুরাও আশ,
যত সাধ্য পার কর পর-উপকার।
আপনার ঘর বাড়ী, পরেরে দিয়েছ ছাড়ি,
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—প্রশংসা তোমার।
খাও হে আরেক গ্রাস—কিসের সংসার।

৩

[সুরা।]

কাঁদিবে জননী যদি কাঁদিবে কাঁদুক,
ভগিনী তোমার তরে, যদি অশ্রুপাত করে,
সোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক,
ক্ষতি লাভ কিবা তায়, দুদিনে ভুলিবে হায়,
এমন সংসারে বল আছে কিবা সুখ ?
সমুখে আণ্ডীর গ্রাস—দেও না চুমুক।

[সুরাদ্বেষীগণ।]

কি বলিলে রাক্ষসী রে?—শুনিলে কি ভাই?
খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই?
আয় দেখি এক সাথে, দূর করি পদাঘাতে,
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই!
ভাঙ্গিয়া বোতল গ্লাস, যাহা কিছু সর্ব্বনাশ,
ভারত-সাগরে দিব ভাসাইয়া ভাই।
আয় রে এখনি গিয়ে, এখনি আগুণ দিয়ে,
পোড়াইয়া খোলা ভাঁটী করি ছাই ছাই।
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই। ১১৫

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঝংলা—একতালা।

খেওনা খেওনা, ছুঁওনা ছুঁওনা, মদ বদ্ জিনিস ভাই রে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি,
মতিমান নরে করে হীনমতি,
অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের ঠাঁই রে।
বিনাশে পদ, ঘটায় বিপদ,
করে দুরাশয়, করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ, পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে,
কলেবর ত্যাগ করে অভাগারে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর হাড়ে ঠাঁই রে।

অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন,
অহরহ অপকর্ম্মে আকিঞ্চণ,
অধর্ম্ম ময়দানে করায় বিচরণ, বাছে না বলদ গাইরে।
যারে দংশায় সুরা-কাল-সাপ,
কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে, পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল,
বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্ম ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হতে হয় কাঁই রে।
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল,
চলে যায় বেঁকে, লোকে বলে মাতাল,
পথে ঘাটে প'ড়ে খায় কতগাল,
ছিছি! এমন পাজি নেশা নাই রে। ১১৬
প্যারিমোহন কবিরত্ন।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আসিয়ে মাদক-দানব, নাশিল সব,
ভারতভূমে দেখ্ রে তোরা।
ঐ দেখ ইডেন্ সৃষ্টি, খোলাভাঁটী,
গরিব লোকদের করে সারা;
দেশী মদ সস্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে,
ধনে প্রাণে ম'লো তারা।
ছাড়িয়ে সকল কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম,
করে কেবল সুরা সুরা।

দু'বেলা পায়না অন্ন, জরাজীর্ণ,
বেড়ায় যেন দিশেহারা।
দেখ তাদের দারাসুত, দীনের মত,
সার করেছে ভিক্ষা করা ;
হায়! তাদের দেখ্‌লে পরে, নয়ন ঝরে,
যেন জনম বাপ মা মরা।
আবার ঐ বিলাতি মদ, করিল বধ,
ছিল যত বাবু ভায়া।
সাহেবী কর্ত্তে গিয়ে, ব্রাণ্ডি খেয়ে,
হ'ল পিলে যকৃৎ জরা।
আহা! কি মোহে পড়ে, সকল ছেড়ে,
মদের তরে হ'লো সারা ;
মদ কিন্‌চে, বেচে বাড়ী জুড়ী,
শেষে শুঁড়ীর পায়ে ধরা।
মানুষকে পশু বানায়, ফেলে খানায়,
আরো কত করে সুরা।
হায় হায়, এ দেখেও কি, হয় না বুদ্ধি,
ছাড়ে না মদ কেন তারা!
দেখ গাঁজা চণ্ডু খেয়ে, পাগল হয়ে,
ম'চ্ছে কত গরীবেরা।
দিতেছে আফিং গুলি, নরবলি,
ধরে ধরে কত তারা।
আবার ঐ মাদৎ চরস, আর তাদের রস,
একবারে দেশকে ক'ল্লে সারা ;

সিদ্ধিটা বুদ্ধিনেশে, হেসে হেসে,
লোককে করে চিন্তা-জরা।
তামাক চুরুট নস্যেতে হয় উদরাময়,
দৌর্ব্বল্য আর মাথা ঘোরা;
আনিয়ে যক্ষা কাশি, প্রাণটী নাশি,
করে হুকুম হাসিল তারা।
হায়! পেয়ে অমূল্য ধন, মানব-জনম,
খাও কেন ভাই গরল সুরা,
এস পান করি সবে, শান্তি পাবে,
হরিনাম-গান-মদিরা। ১১৭

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্মৌ ঠুংরি।

কত দিন আর ঘুমাইবে বল,
দেখরে চাহিয়ে দেশ ধ্বংশ হল!
আনিয়ে মাদক ভারত-ভূমেতে,
মোহমুগ্ধ করে গ্রাসিল সকল।
যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে,
নিপাত করিল জালিয়া অনল।
কত রমণীকে বিধবা করিল,
কত শিশু দেখ, অনাথ হইল।
দেখ গৃহে অনল জ্বালিল,
গ্রামে গ্রামে রব—"গেল! গেল!"

কোথা হ'তে হায়! এ রাহু আসিল,
কেমনে বলরে দেশেতে পশিল?
ধরিছে, মরিছে, গ্রাসিছে, দহিছে;
অকালে এ যে রে প্রলয় আনিল!
এ দেখে কেমনে, আছ স্থির হ'য়ে?
উঠরে! জাগিয়ে, বিলম্বে কি ফল?
ভগবান স্মরি বিনাশয়ে অরি,
নইলে ভারত ডুবিল! ডুবিল! ১১৮ অজ্ঞাত।

ঝিংলা-কালাংড়া—যৎ।

মরি হায় হায়!
সুরার তরঙ্গে বুঝি দেশ ভেসে যায়।
কোথা হ'তে সুরা এল, দেশ ছারখার হ'ল,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ তা'রই পানে যায়।
কত যুবা যুবাকালে, পড়ে কালের কবলে,
বৃদ্ধ পিতা মাতাগণে, শোকেতে ডুবায়।
কত শত সাধ্বী সতী, অকালে হারায় পতি,
হাহাকার রবে পূর্ণ করিছে ধরায়।
জ্বলিছে এ বিষানল, ধু ধু করি অবিরল,
পতঙ্গ সমান লোকে তারি পানে ধায়।
পড়িয়া সেই অনলে, ধনে প্রাণে সদা জ্বলে
অকালে পতঙ্গ সম পরাণ হারায়।
ভারতের কি দুর্দ্দশা, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল চাষা,
অন্নাভাবে শীর্ণকায়, তবু মদ খায়।

তাই বলি এস ভাই, মদ খেয়ে কাজ নাই,
ভাই ভাই মিলে যাই, সাধুজন প্রায়।
দাও ফুলে খোলা ভাঁটি, মদ ছেড়ে হও খাঁটি,
সবে মিলে কুতূহলে হরিগুণ গাই। ১১৯ অজ্ঞাত।

[জাতিভেদ, দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ।]

মল্লার—আড়াঠেকা।

সাধের ভারত-ভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে;
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুঃখানলে দগ্ধ করে।
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি-জননী রে।
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে;
কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে।
পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে;
ভ্রূণ হত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখে'ও তা দেখে না রে। ১২০

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[দারিদ্র্য।]

বারোয়া—ঠুংরি।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ ;
একি দৈত্য ক্রূর-দরশন।
পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি ;
জ্বলিছে উদর-মাঝে ঘোর হুতাশন।
লোল জিহ্বা ক্রূর দেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ ;
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ।
সতীর সতীত্ব নাশে, মা হ'য়ে শিশুরে গ্রাসে ;
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন।
কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ ;
লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ব্বণ।
দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে ;
লক্ষীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন !
ভারতের নরনারী, আলস্য সকলে ছাড়ি ;
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।
ছিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ ;
চিরদুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।
যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার ;
গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জ্জন।
সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার ;
ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ। ১২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

আলেয়া—ঠুংরি।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে,
সোণার ভারত আঁধার হইল।
আহার বিহনে, মরিছে পরাণে,
দরিদ্র অনাথ মানব সকল।
বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান,
ভীষণ আকাল নিকটে আইল।
কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়,
দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল।
ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ,
করি'ছে হাহাকার হইয়ে আকুল।
সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল,
নিবাতে দারুণ জঠর-অনল।
বল হে কি রূপে, সুখেতে ঘুমাবে,
দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।
এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচা'তে
দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল। ১২২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

সুরট মল্লার—আড়া।

বৃথায় জনম আমার, অন্ন নাই খে'তে ঘরে।
পরিবারগণ সবে, ক্ষুধায় ক্রন্দন করে।
প্রাণতুল্য পুত্রগণ, হ'য়ে ব্যাকুলিত মন,
বলে শীঘ্র খে'তে দাও, নতুবা যাই প্রাণে মরে॥

দুর্ভিক্ষ হ'লো প্রবল, আমার নাই অর্থবল,
কি রূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায় ;
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন ঝরে।
আর কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ-কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয় ;
কোথা ও হে ধনীগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশন,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে ॥ ১২৩

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[হিন্দুসমাজের দুরবস্থা ও দেশাচার বিষয়ক।]

(কেন গো কালি লেংটা ফির—সুর।)

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে।
কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে।
অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে,
(এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো।
সাধ্য কি কে কারে বলে,
জমিদার ধনীগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে।
(দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে,
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে।
(তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে।
রাসবিহারী কয় মাটি ফাট আমি যাব তোমার তলে।
(তখন) ধরণী কয় কি রূপ ফাটি গলিত তোমার নয়ন-জলে। ১২৪

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—আড়া।

হও হে সদয় বিভো! কেন নিরদয়?
বঙ্গের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয়॥
দুরাচার দেশাচারে, যায় দেশ ছারেখারে,
দেশীয়েরা কুসংস্কারে, আছে অন্ধপ্রায়—
ও বিভো জ্ঞানাঞ্জন! করি জ্ঞান বিতরণ,
কর এ দুঃখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়,
নাথ দেহ পদাশ্রয়॥ ১২৫ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

আলেয়া—আড়া।

ও হে দীনদয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা, দেখে প্রাণ যায় যায়।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলীন্য-প্রথা
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর—
কোথাও বা কন্যাপণ, করে কত জ্বালাতন,
কোথা অকাল-মরণ বাল্যবিবাহ ঘটায়!!
শুধু নয় এক রোগ, কত দোষ করে ভোগ,
কিসে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাই।
সমাজের পতি যাঁরা, মিছে অভিমানী তাঁরা,
থাকিতে নয়ন-তারা, আছে যেন অন্ধপ্রায়।
সবে স্বপ্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানা ভাবে,
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল—
নব্য প্রাচীনেতে দ্বন্দ্ব, এ বলে উহার মন্দ,
প্রকৃতি হিত-সম্বন্ধ, নাহি ভাবে এ কি দায়।

বল নাথ কবে কবে, দুদলে একতা হবে,
যতনে করিবে সবে সমাজ-সোধন—
কুসংস্কার কদাচার, করি সবে পরিহার,
রবে কবে অনিবার, নিয়ত তব সেবায়। ১২৬

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[কুলীনকুমারীর খেদ।]

(জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ—সুর।)

অহং—একতালা।

১

হায় হায় হায়! খেদে প্রাণ যায়,
বলি কায় হায়! মনের দুঃখ।
কেন পোড়া প্রাণ নাহি বাহিরায়,
কেন এতক্ষণ ফাটে না বুক।

২

কেন পোড়া বিধি রমণী গড়িলি।
যদি গড়েছিলি কেন রে তায়,
পাপভরা এই বঙ্গে পাঠাইলি,
ছিল না কি স্থান আর ধরায়?

৩

যদি বা বঙ্গেতে পাঠইলি ধাতা,
কেন পাঠাইলি কুলীনঘরে?
কি আর তোমায় কব মুণ্ড মাথা।
কহিতে বদনে কথা না সরে।

৪

বটে সুদুর্ল্লভ মানবজনম,
দ্বিজকুল-জন্ম দুর্ল্লভ অতি,
কুলীন ব্রাহ্মণসম * * *
আছে কে কোথায় এ বসুমতী ?

৫

জন্ম-জন্মান্তরে পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ
পুঞ্জ পুঞ্জ আছে দুস্কৃতি যার।
পুঞ্জ পুঞ্জ যার কর্ম্মের বিপাক,
কুলীন-কুমারী-জনম তার।

৬

তার সম আর জনম-দুখিনী,
পাপিনী তাপিনী রমণীকুলে,
ধরে না ধরে না ধরে না মেদিনী;
বিধিও স্বজন করে না ভুলে! ১২৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

পৌরাণিক সঙ্গীত।

দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্তসংবাদ, ব্রজবৃত্তান্ত ও অক্রূর সংবাদ।

[নারদোক্তি।]

বাহার—কাওয়ালী।

মা দাক্ষায়ণী শুন নিবেদন।
তব পিতা যজ্ঞ করে, হর-অপমান-তরে ;
ত্রিলোকেরে নিমন্ত্রিল,
লোকনাথে নিমন্ত্রিতে করিল বারণ॥

১। যথাযোগ্য সম্ভাষণে সবে যজ্ঞে যায় ;
অবজ্ঞা করিয়া পত্র দিল না মা তোমায় ;
জনক সম্ভাবে ভাসে, আনন্দ উল্লাসে হাসে ;
তব সহোদরা তারা ! তারা তারাগণ॥

২। চন্দ্রচূড়-শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায় ;
বিশদ শরদ-চন্দ্র পদনখে লুকায় ;
চন্দ্রনাথে তুচ্ছ কোরে, গগণ-চন্দ্রে সমাদরে ;
তব পিতা দক্ষ, বক্ষ করে বিদারণ॥ ১২৮

হরিনাথ মজুমদার।

ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলো না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না॥
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতা করেছেন জনম-দুঃখিনী,
শিব-অপমানে হ'য়ে অপমানী,
শিব-নিন্দে আমার প্রাণে সবে না॥ * ১২৯

মদন মাষ্টার।

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবে চন্দ্র-মহিষীগণে, যোগেন্দ্র দরশনে,
গজেন্দ্র-গমনে চল রে।
অতুল রূপের প্রভা চরণ-সরোজ-শোভা,
অলি তাহে মধুলোভা, ধায় কুতুহলে রে॥
কিবা ছবি-পুলকিত তারা, নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা।
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া পরে ধরাতলে রে॥ ১৩০

দাশরথী রায়।

---

* এই গীতটী কেহ কেহ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচিতও বলেন।

[শিবোক্তি।]

(তাই ভাবি গো মনে—স্বর।)

ভৈরবী—একতালা।

হবে কুলক্ষণ তথায় বিলক্ষণ।
সতি যেও না প্রজাপতির যজ্ঞে,
শিব অপমান, হবে যজ্ঞ-স্থান, শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনে,
ওহে নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে॥

১। আমি শ্মশানবাসী, শ্মশান ভালবাসী,
দেবের যজ্ঞ-ভাগে নহি অভিলাষী;
ত্যজে সোণার কাশী, চিতাভস্মরাশি
মাখি, দিশি দিশি করি হে ভিক্ষে॥

২। অসহ্য ঐশ্বর্য্য-মাৎসর্য্য-ব্যবহার,
মান অপমান সমান আমার;
যে যা বলে বলে হরি দিল ভার;
ঐ যোগে যোগী করে হে দীক্ষে॥ ১৩১

হরিনাথ মজুমদার।

[নন্দীর উক্তি।]

মূলতান—কাওয়ালী।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করী।
আমার মন সরে না, প্রাণ বুঝে না,
যেতে দিতে দক্ষ-পুরী।
তুই গেলে আর আসবিনি,
ওগো হরের মন-মোহিনী;

মা বলে আর ডাক্‌বো কারে,
সেই ভেবে মরি। ১৩২. রাধানাথ মিত্র।

[সতীর প্রতি শিব।]
(তোমারি করুণায় নাথ—স্থর।)
ভৈরবী—আড়া।

যেও না যেও না সতি বারে বারে করি মানা,
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিবে ভাসাইও না।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর এ জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না।
সতী-মন্ত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা,
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না। ১৩৩
আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[সতীর উক্তি।]
(যাবে কিহে দিন আমার—স্থর।)
মূলতান—আড়া।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে।
অনুমতি দেহ পতি মিনতি চরণে।
ভগীগণ যজ্ঞ-আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে?

যাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে ;—
দিনেশ দিনেক-তরে, আদেশ গমনে।
বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাহি কভু মাকে ;
নিবেদি তাই তোমাকে, বিষাদিত মনে।
আর শুনিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায়,
অনশনে দীনমনে ভূতলে পড়িয়া,
হা সতি ! হা সতি ! বলে করিছে রোদন।
আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে
দেখিতে মায়েরে ;
তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
দিবসেকতরে, আদেশ আমারে,
যাই পিতার সদন। ১৩৪ রাধানাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট খেমটা।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে,
আয় সবাই মিলে, ডাকি জয় মা ব'লে।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগ্‌লী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, ওরে দেখ্‌রে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে আমরা মায়ের ছেলে। ১৩৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[সতীর উক্তি।]

বেহাগ—ধামাল।

কুবের ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার॥
১। নিস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়;
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর॥
২। সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর;
শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর॥
৩। হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার;
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার। ১৩৬

হরিনাথ মজুমদার।

[প্রসূতীর উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সতী কেন যজ্ঞে এল না।
মা দেখে ও বিধুবদন জীবন ধৈর্য্য ধরে না॥
১। জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি-অনুমতি,
কোথাও করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না।
২। মম কন্যা যত তারা, যজ্ঞেতে এসেছে তারা;
তারা বিনা নয়নতারা, জলধারা ধরে না। ১৩৭

হরিনাথ মজুমদার।

[সতীর উক্তি।]

বেহাগ—যৎ।

জানি মা তোর দয়া মায়া, পিতার বিবেচনা।
ভিখারীর নারী বলে, মা গো নিমন্ত্রণ দিলে না॥

১। পিতা আমার যজ্ঞ করেন বার্ত্তা পেয়ে নারদমুখে ;
আপনি এসেছি যজ্ঞে মা গো দেখিতে তোমাকে ;
সন্তাষণে দিয়ে পত্রী, আন্‌লে যত স্নেহপাত্রী,
আমি কি মা তোর কথার পাত্রী, দুঃখীনী বলে হলেম না ॥ ১৩৮
হরিনাথ মজুমদার।

বিভাস—আড়াঠেকা।

জননি! আমি আর, আর গো, তোমার কোলে যাব না।
দুঃখিনী বলিয়ে যত কর স্নেহ সকলি জেনেছি জানাতে হবে না॥
আদরিণী মেয়ে ছিল মা যত, সকলি যজ্ঞে হলো নিমন্ত্রিত,
কি দোষের দোষী আমি মা এত,
কথার কথা এক বার আমায় বল্লে না॥ ১৩৯ অজ্ঞাত।

পরজ—একতালা।

ভিখারীর নারী বলে তাচ্ছিল্য কল্লে মোরে,
পিতা আমায় কথার কথা বল্লে না।
আর যত ছিল মেয়ে, আন্‌লে সব পত্র দিয়ে
আমি কি কথার পাত্রী হলেম না।
তাই বলি ও জননী, আমি যে হই দুঃখিনী,
দুঃখিনী বলে মান্য কল্লে না। ১৪০ মদন মষ্টার।

[প্রসূতীর উক্তি।]

টোরি—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিস্‌ নে মা, ক্ষমা দে গো ও শঙ্করী।
দুনয়নে বহে ধারা মা হ'য়ে কি সইতে পারি॥

তুমি নও সামান্য কন্যা, ভবজায়া ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্যে, পথ নিরীক্ষণ করি ॥ ১৪১

মদন মাষ্টার।

[সতীর উক্তি।]

ললিত-বিভাস—একতালা।

শ্রীচরণে স্থান দাও হে প্রাণ যায় প্রাণকান্ত।
পিতা দক্ষ, হ'য়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ আজ নিতান্ত ॥
১। তব আজ্ঞে আজ অবজ্ঞে, আসি যজ্ঞে হ'ল মানান্ত।
ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত ॥
২। নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি দ্বন্দ্ব,
বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হ'য়ে ভ্রান্ত;
তার প্রতিফল, হল সফল, পতি-অযশ-গরল, একান্ত;
হ'য়ে নারী, সইতে নারি, পতিনিন্দা অবিশ্রান্ত। ১৪২

হরিনাথ মজুমদার।

[প্রসূতীর উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাঙ্গালিনী করে মোরে কোথা গো মা গেলি চলে।
দয়া কি মা হ'ল প্রাণে দুঃখিনী জননী বলে।
হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে;
হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা আঁখি জলে।
আসি পাপ-যজ্ঞ-স্থানে, পতিনিন্দা শুনে কাণে,
নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে।
স্বপনে দেখিনু যাহা, সকলি ঘটিল তাহা;—
সতী-দেহ তাই আহা, লুটা'তেছে ধরাতলে।

উঠ মা উঠ মা সতী প্রাণের নন্দিনী,
ত্যজ মান মানময়ী ধরি তব কর।
বারেকের তরে নয়ন মেলিয়ে,
মা বলিয়ে ডাক একবার।
কাতর অন্তরে ডাকে বারে বারে,
অভাগী জননী তোর ;—
জুড়াক তাপিত প্রাণ তোর কথা শুনে। ১৪৩

রাধানাথ মিত্র।

[প্রসূতীর উক্তি।]

যোগিয়া ভয়রা—কাওয়ালী।

তোরা দেখ গো সতী কথা কয় না।
আমি কেঁদে কেঁদে হই সারা তবু সে যে চায় না।
আঁখি মেল, কথা কও,
তাপিত প্রাণ জুড়াও ;
আর দুঃখ সয় না।
নিতে এলে সদাশিব,
বল গো মা কি বলিব ;
মেয়ে হ'য়ে মাকে ফেলে,
কি করে মা গেলি চলে ;—
তোর এ ভাল দেখায় না। ১৪৪

রাধানাথ মিত্র।

[শিবের উক্তি।]

মূলতান—একতালা।

কই সে দুঃখিনী ধনী।
ভিখারী হরের ভিখারিণী।
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী।
নীল-নলিনী, ফণির মণি।
কই সে হরের নয়ন-তারা,
সে বিনা হ'য়েছি নয়নহারা;
কই সে কামিনী, বন-হরিণী,
পাগল শিবে পাগলিনী। ১৪৫

রাধানাথ মিত্র।

[নন্দীর উক্তি।]

(অয়ি সুখময়ী উষে—সুর।)

ললিত—আড়া।

ত্যজে মণি-মন্দির চতুর্দ্দোল রত্ন-আসন।
কি বিষাদে ও মা সতী, করেছ আজ ধরায় শয়ন॥
১। কি দুঃখে হরিলে জীবন, ও মা তারা জগৎজীবন;
হর-হৃদে হর সর্ব্বক্ষণ; (তুমি) সর্ব্বজয়ের সর্ব্বস্ব ধন॥
২। যখন আসি যজ্ঞস্থলে,
ত্রিলোচন ভাসি ত্রি-লোচনের জলে,
ত্রিলোচনী ধর বলে, দিলেন ত্রিলোচন;
মাতৃহীন হ'য়ে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন;
সুধা'লে দিক্-বসন হরি! (হরি) করিবে কি নিবেদন॥ ১৪৬

হরিনাথ মজুমদার।

আলাইয়া—আড়া।

কেন্দে কহে নন্দী কি বিপদ ঘটিল।
স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো॥
লজ্ঘি আসি শিব-আজ্ঞে, আসিয়া অশিব যজ্ঞে,
অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,
হর-হৃদি করি ত্যজ্য, শয্যা মায়ের ধরাতলে। ১৪৭

দাশরথী রায়।

ললিত বিভাস—আড়া।

এই দশা হলো ভাই নন্দী, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে।
কার কাছে দাঁড়ব আমরা, কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে॥
ভাই আমরা কি করিলাম, কেন দক্ষালয়ে এলাম,
স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে॥ ১৪৮

মদন মাষ্টার।

[শিবের উক্তি।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দী কৈলাশভুবনে।
কার কাছেতে রেখে এলি রে সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে॥
স্পন্দ স্ফুরীত কি বিবরণ, স্বরূপে সব বল রে এখন,
অস্থির হ'তেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে। ১৪৯

মদন মাষ্টার।

[শিবের উক্তি।]

বিভাস—মধ্যমান।

নন্দি! কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল।
আমার এ পাষাণ প্রাণ কেন না বেরুলো॥

একে দক্ষ করে অপমান, সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ,
আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল ॥
আমার সর্ব্বধন দক্ষের কন্তে, সেই নয়ন-তারা তারার জন্তে,
কি করিব কোথাই এখন যাই,—
আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্মশানবাসী হ'তে হলো ॥ ১৫০

মদন মাষ্টার।

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

সতী-শোকে পতিত-পাবন, পশুপতি পতিত ধরা।
সুন্দর রজত-গিরি ধরা লোটায় না যায় ধরা ॥
১। জীবনতারা বিনা তারাপতি, হল রে আজ জীবনতারা,
অন্ত ধ্বনি নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা,
ত্রিনয়নের ত্রিনয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা ॥
২। ও রে, নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ত্বরা,
কি বলিলি ও রে নন্দি, তারা কি হলেম হারা ;
ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা করি যে তারাপদ ;
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে দিলি নন্দি কি সংবাদ ;
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী হৃদি-রঞ্জিনী তারা। ১৫১

হরিনাথ মজুমদার।

পিলু—কাওয়ালী।

চলিল বীরভদ্র বীর দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে।
সঙ্গেতে অদ্ভুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা পালনে ॥
১। যজ্ঞকুণ্ড লণ্ড ভণ্ড, দেখিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড,
ভূণ্ড কাঁপে পলায় দ্বিজগণে ;

(ও রে) ভূতে ছাড়ে হুহুঙ্কার, চূর্ণ দক্ষ-অহংকার,
ছিন্নমুণ্ড কদাকার, ধরা আসনে॥
২। ভয়ঙ্কর গালবাদ্য, নিবারে কাহার সাধ্য,
দেবারাধ্য শিবসৈন্যগণে;
(ও রে) তালে তালে নাচে তাল, বেতাল ধরি'ছে তাল,
উপস্থিত প্রলয়কাল দক্ষভবনে॥ ১৫২
হরিনাথ মজুমদার॥

[শিবের উক্তি।]

মূলতান—জলদ তেতালা।

মেছে আর কেন?
যদি ত্যজিলা আনন্দময়ী আনন্দকাননো!
বিনে সতী শশধরো, কৈলাসো ভূধরো,
হ'লো আঁধরো এখনো। ১।
যারো লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্করো যোগী,
শিব সর্ব্বস্ব সে ধনে, না হেরে ভবনে,
রবে কেমনে জীবনো? ২। ১৫৩
মনোমোহন বসু।

শিব ও সতীর মিলন।

[কিন্নরের গান।]

সাহানা—খেয়াল।

কৈলাসো ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি—
বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী!

রজতে কনকোকান্তি মিলিল আ মরি!
আধ অঙ্গে বিভূষিত, আধ চুয়া কস্তুরী!
একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণি কাঞ্চনো;
আধ বাঘাম্বরখানি আধ কৌম বসন্তনা;
আধই জটা জুট, আধ শিরে কবরী! ১।
সার্দ্ধনয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখি রঞ্জনো!
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে, কিবা সার্দ্ধ লোচনো!
কপালে শশধরো, অনলো কোলে করি! ২। ১৫৪

মনোমোহন বসু।

ভৈরবী—একতালা।

(মরি) হরবামে হরি বসি।
হর-সুখ হরে, রজত-শেখরে,
আলো করে যেন শরদশশী।

১। হর-গৌরী-মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর,
আধ ধবল গিরি আধ শশধর;
আধ বেণী আধ জটা মনোহর,
আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী।

২। দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল,
বামকর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
খগ-চঞ্চু নাসা আধ তিলফুল,
অধরে না ধরে মধুর হাঁসি।

৩। বলয়া কঙ্কন কর শোভা করে,
অক্ষমণিহারে, মুনি মনোহরে;

দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে ;
অন্ত ভুজদ্বয়ে চক্র করাল অসি ॥

৪। বাঘাম্বর-সনে নীলাম্বরী সাজে,
যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে,
হরিহররূপ হৃদয়-সরোজে ;
হরি দরশণ করে দিশি নিশি ॥ ১৫৫

হরিনাথ মজুমদার।

[শিবের বিবাহ বিষয়ক।]

সুরট—কাওয়ালী।

আয় রে বেতাল, সাজ তাল, বাঘছাল, হাড় মাল,
এনে দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা যাব ত্বরা করে গিরিবর-বাসে,
বরবেশে বরদারে আস্তে ॥
আর কালবিলম্ব কেন, কাল ভুজঙ্গ আন,
শুভ কাল হলো রে কালান্তে।
যাহার জন্তে তনু জরা, যনম-যন্ত্রণা হরা,
নারদ-বদনে পেলেম শুন্তে ॥
বিনে তারিণী, ভয়হারিণী, আছি যে দুঃখে দিবা রজনী,
পার না কি জান্তে ॥ ১৫৬ দাশরথী রায়।

সুরট—কাওলী।

আই আই পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই,
দেখ মিছে একি রঙ্গ।
যত মেয়ের হাট পেয়ে, অন্নেয়ের মাথা খেয়ে,
আবার হয়েছে উলঙ্গ ॥

চল গো সজনী চল, নালা কেটে যেনে জল,
এন না বুড়াকে করি ব্যঙ্গ।
খেপা মহেশের যেও না পাশে, মরি ত্রাসে বুকে এসে,
পাছে খাবে লো ভুজঙ্গ।
এ বড় মর্ম্মের ব্যথা, এ বরেরে স্বর্ণলতা,
দিবে গিরি খেয়ে কি অপাঙ্গ॥
আহা মরি ছি ছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ।
সাধের উমার বর, খেপা হর দিগম্বর,
শিরে জটা উদর মোটা কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ॥ ১৫৭
দাশরথী রায়।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

মুনি এলো বর, পরিধান বাঘাম্বর,
মাখা ভস্ম কলেবরে।
সাধের গিরিবর-নন্দিনী, ছি মা, এই বরে কেউ বরে।
রূপ দেখে সই মলেম হেসে, অস্থিমালা গলদেশে,
বর এসে কি বলদে বসে, দোষের সাগরে।
বুড়ার কপালে আগুণ, কেবল মাত্র একটী গুণ,
মুখে রামগুণ গান করে॥ ১৫৮
দাশরথী রায়।

খাম্বাজ—যৎ।

তোরা কেউ ধর্ম্তে কুলো যাস্‌নে ওলো কুলবালা।
মহেশের ভূতের হাটে, এ সব ঠাটে সন্ধ্যা বেলা।

যে রূপ ধোরেছিস্ তোরা, চিত্ত উন্মত্ত করা,
চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা। ১৫৯

দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা।
দাঁড়া'লেন উমেশ সম্মুখে উর্দ্ধ কর করি,
রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চঞ্চলা॥
কিবে কাঞ্চন-কবরী আর, কমলাদি কুসুমহার
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা।
দশ কর-আভায় দশদিক্ অন্ধকার হরে,
প্রতি করনখরে কত শরদ-ইন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধামানসে উতলা॥ ১৬০

দাশরথী রায়।

[আগমনী।]

(গৌরচন্দ্রী।)

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। * * *
শ্রীরাম প্রসাদে কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে। ১৬১
রামপ্রসাদ।

প্রসাদী সুর—একতালা।
আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওকে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে হাস্ত-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়॥

প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১৬২

রামপ্রসাদ সেন।

মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে,
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ-অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমাহেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে আনন্দ পাগরে॥ ১৬৩

রামপ্রসাদ সেন।

পিলু বাহার—যৎ।

গিরি! এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মনব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ ১৬৪

রামপ্রসাদ সেন।

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরি কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো॥ ১৬৫

দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে, তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী।
দ্বিভূজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী
কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী।
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী॥
প্রবল প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী॥ ১৬৬

দাশরথি রায়।

ললিত—একতালা।

ওগো নিদ্রাদেবি! কেন বঞ্চনা করিলে মোরে।
মিলাইয়ে উমা-ধনে পুন কেন নিলে হরে॥
যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,
দুনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই—
আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারা-নিধি,
শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে।
পুনঃ আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ—
আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটো কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে। ১৬৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

খট্টভৈরবী—একতালা।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার ?
বল্‌তে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন বহে অশ্রুধার।
নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন,
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে, সমর্পন করে,
কেন তত্ত্ব কিরে, লও না মা একবার। ১৬৮

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[গিরিরাজের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—খয়রা।

রাণী, এক দুই তিন, করে প্রতিদিন,
গণিতেছে দিন, উমা মার যা'বার।
সে যে দণ্ডে শতবার, করে ঘর দ্বার,
কিছুতেই তার, শান্তি নাহি আর।

উঠিলে ভাস্কর, করে জুড়ি কর,
আশু অস্তগত হও দিনকর,
আবার এলে বিভাবরী, কহে বিনয় করি,
পোহাও গো সর্ব্বরী, কেন থাক আর।
সে যে পুরোহিত পায়, প্রণমি সুধায়,
কষ্ঠে-মাস করে, কও গো আমায়,
আইলে সে কষ্ঠে, প্রাণের সে কষ্ঠে,
উমা জগৎধষ্ঠে আস্‌বে গো আমার।
যেয়ে শেফালিকা-পাশে, কাতরে জিজ্ঞাসে,
কত আর বিলম্ব কুসুম-বিকাশে,
ফুট্‌লে তোমার ফুল উমা মোর আসে।
নাশে গিরিপুরবাসীর মনের আঁধার।
দু'বেলা কাঁদিয়ে আমারে জিজ্ঞাসে,
কবে যাবে উমায় আনিতে কৈলাসে,
যাব বল্লে, অমি আঁখি-নীরে ভাসে,
বলে মনে ধৈর্য্য মানে না যে আর। ১৬৯

হরিশ্চন্দ্র মিত্রি।

[পুরবাসীগণের গীত।]

আলিয়া—কাওয়ালী।

রাণী কর, কর, কর, মঙ্গলাচারণ।
হয়েছে শুভক্ষণ।
সহ গুহ গণপতি, শুপতি, হৈমবতী,
গিরিরাজের হ'ল অই আগমন;

বেরো গো বেরো গো কেন গৃহে আর।
দেখো সে কেমন শোভা তোমার প্রাণ-উমার,
গিরিপুরে আজি গো চাঁদের বাজার,
কার শক্তি বর্ণে রূপ অভয়ার,
লহ গো বরণ করি, শঙ্কর আর শুভঙ্করী,
ডাক সব পুরনারী, করুক জয় উচ্চারণ।
দুঃখের নিশি হ'ল তোমার অবসান,
দ্বারেতে দাঁড়াল এসে ঈশানী সহ ঈশান,
হেরিয়ে জুড়াল তাপিত মন প্রাণ,
আনন্দে উথলে গলিয়ে পাষাণ।
অই শুন সব বাদ্যকরে, সুমঙ্গল বাদ্য করে,
মঙ্গলার মঙ্গল গান গাইছে গায়কগণ। ১৭০

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[রাণীর উক্তি।]

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই উমা কই।
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নই।
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হ'ল উমা, ভাবি না আর উমা বই।
ভেবে দুঃখিনী জননী, এল কি গণেশজননী,
সুদিন কি হ'ল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী।
না করিয়া মিছে ছল, বল্ গো তোরা সত্য বল্,
মঙ্গলার সুমঙ্গল, আমার ত জপনা অই। ১৭১

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

মল্লার—মধ্যমান।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা।
মা হেরে যে উমাতারা, বহিছে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা।
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা।
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা। ১৭২

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[মেনকার উক্তি।]

(বৃথা রে লক্ষণ করিয়ে যতন—সুর।)

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস-চন্দ্রমা,
হর-মনোরমা, হলি কি উদয়।
মা বলে এক বার, আয় কোলে আমার,
তোবে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়॥
নৈশ নীলাম্বর নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন, কিরণময়।
তখন শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয়।
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি,
(আমার) সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি,
মহা যত্নে নাহি উমারে নিরখি,

কাঁদিল—অ—অ—অ—প্রাণ।
সতী তুই মা প্রসূতীর সুখের নিলয়। ১৭৩
দীনেশচরণ বসু।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়নজলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যার—সেই গিরিবালিকা শিবদারা,
পদতলে বাল ভানু বাল চন্দ্র বাল তারা।
ভানু জিনিয়ে তনু তনয় কোলে দোলে॥
আমি মনে ভাবি উমাকে দেখি,
কি উমা কুমারে দেখি, কোন্ রূপ সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে।
দাশরথী কহিছে রাণী তুই তুল্য দরশনে,
হের ব্রহ্ম-ময়ী রূপ ব্রহ্মরূপ গজাননে।
ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম ডাকে মা বলে॥ ১৭৪
দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হরমহিষি।
রয় যদি মা শত যুগ এ সুখ সপ্তমী নিশি।
মনের মানসে তবে, ও মা সর্ব্বমঙ্গলে,
পূজি পদ বিল্বদলে, জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী।
এগো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ,
আশু ল'য়ে যায় গো মা আশুতোষ আসি।

তুমিতো আপন বশ নও জানি মা অভয়ে,
হরবাসে হরবশে হর কাল হরপ্রিয়ে,
শ্মশানেতে ল'য়ে যা'বেন শ্মশান-নিবাসী ॥ ১৭৫

দাশরথী রায়।

[আগমনী।]

অহং—একতালা।

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু ল'য়ে কোলে, মা কই আমার বলে,
ডাকছে মা তোর শশধর-বদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয়হারিণী।
ধন্নি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হর-মনোমোহিনী। ১৭৬

দাশরথী রায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় মা উমা আয় কেমন ক'রে ভুলেছিলি।
মা ব'লে কি মনে নাই মা, ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি ॥

যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি,
কেঁদ না মা আস্‌বো ব'লে, অঞ্চলে নয়ন মুছালি।
তুই ও তো মা কেঁদে গেলি, কেমন করে গো ভুলিলি,
পাষাণের মেয়ে ব'লে নিজেও কি পাষাণী হ'লি?
বড় মনে আশা ছিল, উমা আমার বড় হ'ল,
সে আশার আশা দূরে গেল এখন কতকাল পরে এলি। ১৭৭
কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

একবার উঠ মা গৌরি!
পূর্ব্বদিক প্রকাশ হল পোহা'লো শর্ব্বরী।
উঠ আমার প্রাণ-কুমারি, ডাক্‌ছে তোমার সহচরী,
মঙ্গল আরতি করি, বিধুবদন হেরি। ১৭৮
হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আলাইয়া—আড়া।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্মমাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে।
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না, জামাই তাই কি ভিক্ষা করে।
গঙ্গানামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক যতন করে।

রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি,
শুন গো ঈশানী বাণী, আর না পাঠাব তোরে। ১৭৯

অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

আগমনী—আড়াঠেকা।

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বড় দুঃখে রয়েছে।
দেখেছি স্বপন, নারদবচন, উমা মা মা ব'লে কেঁদেছে॥
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার, সোণার ভ্রমরী গৌরী আমার,
উমার যত বসন ভূষণ, বেটা তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে। ১৮০

অজ্ঞাত।

[আগমনী।]

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার দুঃখ পাশরা নয়ন-তারা
আয় মা একবার করি কোলে।
অভাগিনী জননীরে, ডাক্ মা একবার মা মা ব'লে।
কতদিন না দেখি তোমায়, ছিলাম আমি মৃতপ্রায়,
জীবনের জীবন তুই, আমার জীবন দিলি এতকালে॥ ১৮১

অজ্ঞাত।

কাফি—খং।

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো।
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হ'য়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁখি মম জুড়াইল। ১৮২

দাশরথী রায়।

আলেয়া—একতালা।

তুই কি এলি মা গৌরী।
আয় মা তোরে কোলে করি।
হৃদয়ে রাখিয়ে বারেক, তাপিত প্রাণ শীতল করি॥
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, হেরিলাম আজ চাঁদ মুখ,
যার লাগি পঞ্চমুখ, জপে সব পরিহরি।
পূর্ণ হ'লো মঙ্গলাচার, মঙ্গলময় আমার বাছার,
আগমনে যায় দুরাচার, পুলকিত গিরিপুরি॥ ১৮৩

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

আলেয়া—আড়া।

এস মা, এস মা, ও মা হর মনোমোহিনী।
সংবৎসর আশাপথ চেয়ে আছি গো জননি॥
চিরদিন পরাধীন, আমরা বাঙ্গালী দীন,
সুখ আশা তিনটী দিন, পুরা'লো সুখদায়িনি।
বঙ্গহৃদি উজলিয়া, দশদিশি প্রকাশিয়া,
বরাভয় প্রদানিয়া, তোষ শিব বিলাসিনি।
ষড়ানন গজাননে, বাণী কমলার সনে,
বলবুদ্ধি বিদ্যাধনে, আন শুভ বিধায়িনি।
রোগ শোক দূর কর, যাতনা সন্ত্রাস হর,
অকাল মরকে তর, ও গো বিপদনাশিনি।
অধীন জীবন-ক্লেশ, দুর্দ্দশার তীব্র শেষ,
সকলি কর নিঃশেষ, অমঙ্গল সংহারিণি।
আলস্য জড়তা নাশ, বাড়াও উৎসাহ আশ,
সংসার সমরে শক্তি, দেও শক্তি স্বরূপিনি।

পাপতাপ নাশ কর, কু-ইচ্ছা দুর্মতি হর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মুক্তি-মোক্ষ-প্রদায়িনি ॥ ১৮৪

রাখালদাস নাগচৌধুরী।

[বিজয়া।]

বেহাগ—একতালা।

তুমি গো রজনী।
জগৎ-যন্ত্রণা-হারিণী, ত্রিতাপ-বারিণী,
প্রভাতা হইও না ধরি পায়।
প্রভাতা হইলে প্রাণের উমায় দিতে হয় বিদায়।
কত ক্লেশ প্রাণ সইল, তবে উমায় আনে শৈল,
কেমনে বল না শৈল, বিদায় দিব শৈলজায়।
তারা আমার নয়ন-তারা, সে তারারে হ'লে হারা,
হব সে জীবন-হারা, ঘটিবে বিষম দায়। ১৮৫

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

ভৈরবী—একতালা।

কে নাম দিল ত্রিগুণধারিণী।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী॥
বল, মা হতে প্রাণ উমা, কার কাছে এত মা,
হয়েছ আদরিণী।
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজি তো শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভয়নাশিনী।

সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম,
দুঃখে দুঃখে কাল হয় অবিরাম,
কে দিয়াছে মা তোর দুঃখ-হরা নাম?
আমি তো জানি দুঃখিনী।
সদানন্দের ঘরে অন্ন শূন্য সদা,
কে তোমার নামটী রেখেছে অন্নদা,
দাশরথী দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব ভয়-হারিণী? ১৮৬ দাশরথী রায়।

[উমার উক্তি।]
সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে।
বিধি জানে কবে পাব, তোমা সবে হেরিতে॥
প্রাণে প্রাণে মিলা'য়ে, খেলিতাম ধূলা ল'য়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে॥
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
বলি বলি করি, কই পারি না যে বলিতে।
কর দু'টী ধ'রে কই, ভুল না আমারে সই,
এবে গো বিদায় হই, পতি সনে যাইতে॥ ১৮৭
রাজকৃষ্ণ রায়।

[বিজয়া-সঙ্গীত।]
ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপি'ছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হল বিদায়॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজ-রাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥ ১৮৮

রামপ্রসাদ সেন।

আলেয়া—আড়খেমটা।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।
নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার করে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন স্বর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ পরিবার সনে।
তাই করি প্রার্থনা করি যোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, এই ভিক্ষে চরণে॥ ১৮৯

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী।

[বিজয়া-দশমী।]

ললিত-বিভাস—আড়াঠেকা।

যেয়ো না, রজনী! আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!

উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারমাস তিতি, সতি! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটী দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছে বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরিশের রাণী। ১৯০

কবিবর মধুসূদন দত্ত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

শুন গো রজনি; করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া করে॥
১। সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি;
অস্তে যাবে উমা-শশী; হিমালয় আঁধার করে॥
২। কি বলব তোমায় যামিনী, তুমি ত অন্তর্যামিনী;
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে॥ ১৯১

হরিনাথ মজুমদার।

অহং—একতালা।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি,
শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী।
আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত,
শঙ্কর সহিত, শঙ্কর-মোহিনী॥
১। দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি,
পোহাইল তারা ত্রিনয়নী।
পূজার সময় হ'ল ; উঠ শিবে।
শিব-মনোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি।
২। দিনে দিন গত, সে দিন আগত ;
হল কাল গত, শুন হরির বাণী ;
কিসে চেতন পাব মা ; মায়া-নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য
তুমি চৈতন্য না হলে চৈতন্য-রূপিণি॥ ১৯২

হরিনাথ মজুমদার।

বিভাস ঝিঁঝিট জং—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে।
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে॥
১। দুঃখিনী জননী হ'যে, ঈশানী যাবে কেমনে।
তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা-হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে॥
২। ও মা তিন দিনের তরে আসিয়া,
নিবান আগুণ জেলে দিয়া,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে।

প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে যেতে দিব না তোমা ধনে,
সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে॥ ১৯৩

হরিনাথ মজুমদার।

ললিত বিভাস—একতালা।

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য।
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন।
জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন।
পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদুর চিহ্ন।
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ।
দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ পুরী হেরি শূন্য।
হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ॥ ১৯৪

হরিনাথ মজুমদার।

[শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ।]

আড়খেমটা।

ওহে মন্ত্রীবর অঙ্গ জর জর,
কেমনে সহিব তাই বল না।
সামান্যা এক কন্যা, ত্রিভুবন মান্যা,
দৈত্যগণে সব করিছে তাড়না॥
কত সব বল এত অত্যাচার,
দৈত্যদল সব হ'তেছে ছারখার,

দেখিব সে বামা কেমন প্রকার,
সহে না আর প্রাণে এ সব যাতনা ॥ ১৯৫

অজ্ঞাত।

[নিশুম্ভের প্রতি শুম্ভ।]

খাম্বাজ-ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

'বল্‌ব কি, ও রে ভাই! তুই আমার জীবন ধন।
কোন্ প্রাণে তোমা ধনে, সেই কালে কর্‌বো সমর্পণ ॥
কোথা হ'তে এল নারী, কিছু না বুঝিতে পারি,
অনুগত হ'য়ে তারি, মন হ'লো উচাটন।
ছিল যত মম গর্ব্ব, সকলি হইল খর্ব্ব,
সেনাপতি-আদি সর্ব্ব, নারী করিছে নিধন ॥' ১৯৬

অজ্ঞাত।

[নিশুম্ভের উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

'কোথা থেকে এলো বামা সেই দনুজদলনী।
হবে বুঝি হররমা ত্রিভুবন-মোহকারিণী ॥
হেন সাধ্য আছে কার, লীলা বুঝিবে তাঁহার,
অসুরদিগের অত্যাচার, দেখে এলো সে আপনি।
সে অতি কঠিন বামা, কি দিব তাঁহার উপমা,
চতুর্ভুজা হয়ে শ্যামা, সদা থাকে উলঙ্গিনী।' ১৯৭

অজ্ঞাত।

খাম্বাজ—খং।

কে সমরে শবোপরে-নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল নলিনী॥
প্রভাতে ভানুর আভা, কিরণ চরণ শোভা,
রণ শোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী।
দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হর ঘরণী॥ ১৯৮ দাশরথী রায়।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন,
তোমারে নিদয় বামা কি জন্যে।
এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুলকন্যা॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছে নিদয়া মেয়ে, সারিলে প্রাণে।
চল হে রাজন চল, প্রাণ ভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে কূল আর দেখিনে।
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,
দাশরথী গতি পায় অতি যতনে॥ ১৯৯
দাশরথী রায়।

জয়জয়ন্তী—খং।

ওরে শুম্ভ সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিও না।
বধে যদি ব্রহ্মময়ী ভবে জন্ম হবে না॥

অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে প্রাণ রবে না রে,
প্রাণ ভয়ে হাতে পেয়ে পরমার্থ হারাইও না ॥ ২০০

দাশরথী রয়।

[ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র।]

(ধ্রুবের উক্তি।)

যোগীয়া—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মন দুঃখে।
দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে।
আশীর্ব্বাদ কর আমারে কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,
পুনঃ ফিরে আস্‌ব তবে কুটীরে।
নিদয় হলে কৃষ্ণধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষপানে,
নতুবা মর্‌বো আগুনে বিদায় হই তোমারে রেখে ॥ ২০১

মদন মাষ্টার।

[সুনীতির প্রতি ধ্রুবের উক্তি।]

ললিত—আড়া।

বিদায় হলেম গো জননি, মা রলে কি নিদ্রাগত ?
এত সাধের ধ্রুব তোমার, বিদায় হয় মা জন্মের মত।
পদ্মপলাশ অন্বেষণে, মা আমি চলিলাম বনে,
যদি হয় মা দরশন—তবে হব সমাগত।
বিমাতার বাক্য শুনে—দগ্ধ হয় মা কলেবরে,
কি দোষ দিব মহারাজারে অদৃষ্টেরি ফল যত ॥ ২০২

অজ্ঞাত।

[সুনীতির উক্তি।]

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সইতে নারি॥
পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী
বনে দিলেন স্বামী, নিরাশ্রয়ে আছি আমি,
রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভুভার-হারী॥
শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিন্ধু,
দাও হে চরণারবিন্দ, পতিত পাবন হরি॥ ২০৩

দাশরথী রায়।

[সুনীতির উক্তি।]

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ধ্রুব লাগি কান্দিয়ে আকুল।
বলে এ দুঃখ-সাগরে কে আর কূলাবে কূল॥
শুনিয়াছি রামায়ণে, কৈকেয়ী দিল রামকে বনে,
সুরুচি মোর পুত্র ধনে, প্রতি হলো প্রতিকূল॥
নৃপতির পত্নী হয়ে, আছি বনবাসী হয়ে,
ধ্রুব রে তোর মুখ চেয়ে, বুঝি হারাইলাম মূল॥ ২০৪

দাশরথী রায়।

ললিত—একতালা।

ভরসা তোমার নাথ!—ভরসা তোমার!
তোমা বিনে দীনহীনের, বল কেবা আছে আর?
অধম পাতকী বলে, তোমা বই কে লবে কোলে,
পাপাত্মার আর্ত্তনাদে, দয়া হবে আর কার?

তনয়ের নয়ন-জল, পিতা বই কে মুছায় বল ?
কে আর করে শীতল, তাপিত প্রাণ তাহার ?
সাক্ষাৎ পাপের অংশে, জন্মেছি হে দৈত্যবংশে,
আপনি আপন ধ্বংসে, করিতেছি পাপাচার !
অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে,
পিতে তারে, তার তরে, করে কি হে পরিহার ?
ক্ষমার আধার তুমি, নানা পাপে পাপী আমি,
তাই কি হে বিশ্বস্বামী, করিবে না দীনে পার ?
কেহ কল্পতরু-কাছে, কাতরে যদি হে যাচে,
পাপী দেখি, করে না কি, সে বাসনা পূর্ণ তার ?
নিজগুণে দয়াময় ! দেহ দাসে পদাশ্রয়,
এস ওহে মনোময়, মনোমন্দিরে আমার—
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি তোমায় হৃদে রাখি,
যায় প্রাণ, যাক্ তায়, মমতা কি আছে আর ? ২০৫

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ললিত—একতালা।

আজি কি সুদিন মম—আজি কিবা শুভক্ষণ।
হরি-প্রেমামৃত-লোভে করিব গরল ভক্ষণ ॥
হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মরি প্রাণে,
এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আরো কখন ?
অনুক্ষণ পাপে তাপে, জলিতেছি অনুতাপে,
তাহে হলাহল তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে—

আছে কি সন্তাপ তায়? না হলে যন্তগু-কায়,
কে কবে জানিতে পায়, ছায়া সুখদ কেমন?
যদি হরি পদ ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
যদি হরিনামামৃত, পান করে থাকে মন—
তবে আর হলাহল, আমায় কি করিবে বল?
সর্প-বিষে, মরে কি সে, সুধাপায়ী যেই জন? ২০৬

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[প্রহ্লাদের মাতা কয়াধুর সখীদ্বয়ের গান।]

খট্‌—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ঘাতুকগণ!
বিনয় করি, করে ধরি,
এক বার দেখা বাছার চাঁদবদন!
জানিস্ তো রে কত আদরের প্রহ্লাদ,
তার এই দশা এ কি পরমাদ!
কেন, না পূরিতে সাধ, সাধে সাধিস্ বাদ
অপরাধ বাছার হোল কি এমন?
রাণী, যারে কোলে করে, বিধু পায় করে,
কেন তায় বেঁধেছিস্ করে করে করে?
বাছা, হেন কি দোষ করে, ক রে তাই ক রে,
আগে ত্বরা খুলে দে রে, হাত পায় বন্ধন।
শুনে কুমারের দুঃখের সমাচার,
মহিষীর দেহে প্রাণ নাই রে আর,

হয়ে, উন্মাদিনী প্রায়, এসেছেন হেথায়,
একবার দেখা তায় তার হৃদয়ের রতন। ২০৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

৬

[মাতার প্রতি প্রহ্লাদ।]

বিভাস—একতালা।

মা গো, কেন কর ভয়।
অভয়-চরণ, যে লয় শরণ,
ভয় তারে করে ভয়।
হরিবারে প্রাণ বিষের কি শক্তি?
হরিপদে যদি থাকে মম ভক্তি,
দিনে দয়া তাঁর, হোলে এক বার,
বিষ হবে সুধা সম।
মা তোমার জঠরে, বিষম কঠোরে
যে সময় মম উৎপাদন,
যখন, শক্তি প্রার্থনার, ছিল না আমার,
রক্ষিলেন আমায় কে তখন?
না ডাকিতে যেই নিজ গুণে রক্ষে,
সদা যে সদয় স্বদাসের পক্ষে,
কাতর বচন, শুনে সে এখন,
দিবে না কি পদাশ্রয়?
পঞ্চভূত দিয়ে, যতনে গড়িয়ে
মনোহর এই কলেবর।

(যিনি) হয়ে কৃপাবান, দিলেন প্রাণদান,
যিনি এই জীবিতেশ্বর,
তাঁর ভজনায়, যদি প্রাণ যায়
শ্লাঘ্য গণি মনে, ক্ষোভ কিবা তায়,
আরাধিয়ে হরি, যদি প্রাণে মরি,
করিব শমনে জয়। ২০৮ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[গরল পান করিয়া প্রহ্লাদ দৈত্যগণের প্রতি।]

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কি অমিয়ে আমায় দিয়েছিস্, ওরে দৈত্যগণ!
কোরে পান, জুড়ালো প্রাণ, আছে কি পেয় এমন।
নিয়ে বিষপূর্ণ পাত্র, হরিনাম স্মরিবামাত্র,
হলাহল সুধার বল, করিল রে বিতরণ।
হরি কেমন দয়াময়, পেলি ত তার পরিচয়,
গরল অমিয়া হয়, নামের মহিমা এমন।
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, তোরা তাঁরে ভাবিস্ অরি,
এ কি ভ্রান্তি মরি মরি! ভাল হরির বিড়ম্বন।
বাহুবলে হ'য়ে বলী, গণিস্ নে তায় তুচ্ছ বলি,
দেখ্ রে বারেক হরি বলি, জুড়াবে তাপিত জীবন। ২০৯
হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ভৈরবী—কেহ্রা।

নাহি চাই রাজ্য, ধন, জন,
ও হে ভক্তের জীবন।

দেহি এই বর, ওহে পীতাম্বর!
যেন নিরন্তর ভাবি শ্রীচরণ হে।
নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ,
কি ছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
শিবের সম্পদ, তব যেই পদ,
দেহি দাসে সেই পদ কোকনদ—
মম এই আকিঞ্চন হে।
ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়,
সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায়?
তুমি বিভো, হও সুপ্রসন্ন যায়,
সে কি ভুলে আর বৈভব-মায়ায়?
তুমিই সাধনের ধন হে।
সাযুজ্য, সালোক্য জীবন্মুক্তি আর,
কিছুতেই নাই বাসনা আমার,
ও হে বিশ্বাধার! শ্রীপদে তোমার,
থাকে যেন দৃঢ় ভক্তি অনিবার,
দাসের এই নিবেদন হে। ২১০
হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কোথা হে অনাথের জীবন, আজি বুঝি মোর জীবন গেল।
ওহে জীবনের জীবন, জীবন-মাঝে ভক্তের জীবন রাখ্‌তে হল॥
শঙ্ক-শঙ্কটে উত্তরি, হরি এ দাসে কৃপা বিতরি,
দেহ চরণ-তরি তবে ত তরি এ সাগর সলিলে।

গুণসাগর আজি আমারে, ডুবাও যদি এ সাগরে,
তব কলঙ্ক-সাগরে তোমার ভক্তের হরি নাম ডুবিল ॥ ২১১
দাশরথী রায়।

[পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি।]

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

পিতঃ, কর এই ভিক্ষা দান ;
ত্যজ পাপ অভিমান,
হরি-নাম ল'য়ে, জীবন্মুক্ত হ'য়ে,
প্রহ্লাদের বধ প্রাণ।
তুমি পিতা আমার ধরণী-ঈশ্বর,
তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর ;
তাঁরি শান্তি কোলে, ইহ-পরকালে,
সকলে লইব স্থান।
রত্ন সিংহাসনে নাহি আমার আশা ;
হরি-পদাম্বুজ কেবল ভরসা ;
হৃদি-সিংহাসনে, বসা'য়ে সে ধনে,
কর্‌বো নিত্য সুধাপান।
করি-পদতলে পাষাণ চাপনে,
অনলে গরলে কি ভয় মরণে ?
দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী,
করিবেন পরিত্রাণ।
সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি,
এই স্তম্ভমাঝে আছেন আমার হরি ;

দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি,
"ভক্তের অধীন ভগবান।" ২১২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[প্রহ্লাদ চরিত্র।]

হরিনাম বড় ভালবাসী।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি।
সে নাম স্মরণে সিহরে পরাণ, পুলকে অশ্রুবারি।
নামে সুধা ঝরে, পিয় প্রাণ ভ'রে, আনন্দ
সাগরে ভাসি। ২১৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না
অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
আমা সবার প্রতি, যে সবার মতি,
সে সবার গতি স্থধু এখানে।
দূর ধরাতলে, পাপ-তাপানলে,
পুড়িস্ কেনরে জীব,
আমা চারি জনে, স্থান দেরে মনে,
স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে॥ ২১৪

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেমটা।

তোর নাম রেখেছি হরিবলা।
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল্না হরি নামের খেলা।

প্রেমে মেখে ভক্তি মাটি,
গড়্ না হরির চরণ ছুটী,
আয় দু'জনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বনফুলের মালা॥ ২১৫

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

তালে তালে পা ফেলে হরি বলে নাচি ভাই।
গ'লে গ'লে রা তুলে হরিনামের গুণ গাই।
হাতে কর তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরি নামের ভিক্ষা দিয়ে, হরি নামের ভিক্ষা চাই। ২১৬

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

হরি ব'লে সবাই নাচে, এম্‌নি হরি নামের লীলা,
সাগর জলে হেলে দু'লে, লহর নাচে তাল বেতালা।
তুই কেনরে মরার মত, নিঝুম হয়ে থাকিস্ এত,
নাচ্ না রে মন হরি ব'লে, জুড়িয়ে যাবে প্রাণের জ্বালা॥ ২১৭

রাজকৃষ্ণ রায়।

[হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান।]

বাহার—আড়া।

(হরিশ্চন্দ্র বনগমনকালে মন্ত্রীর উক্তি।)

বিধাতার লীলা-খেলা বোঝা নাহি যায়;
মানব-সৌভাগ্য কেবল জলবিম্বপ্রায়, হায়॥

আজ যিনি সিংহাসনে, পূজা করে জনগণে,
কাল আবার তিনি বনে বৃক্ষেরি তলায়, হায়।
ব্যাকুলিত অন্ন বিনে দারুণ ক্ষুধায়, হায় ॥
হরিশ্চন্দ্র মহামতি, ছিলেন অযোধ্যার পতি,
মরি তাঁর কি দুর্গতি মুনিরাজ ঘটায়, হায়,
রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা বনবাসে যায়, হায় ॥ ২১৮

হরিনাথ মজুমদার।

[প্রজাগণের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

হরিশ্চন্দ্র বিনে হেরি অযোধ্যা আঁধার।
অকস্মাৎ গ্রাসিল আসি রাহু দুরাচার ॥
প্রতিবাসী প্রতিবাসে, শোক-অশ্রু জলে ভাসে,
ধরণী লোটায় সবে করে হাহাকার।
শোকানল হৃদয়ে জলে, শয্যা তাজি ধরাতলে,
পুরবাসী পড়ে আছে সবে শবাকার।
নীল পতাকা দুর্গোপরে নীল বসন পরে,
শূন্যে শোক প্রকাশ করে, সৈন্য অনিবার ॥ ২১৯

হরিনাথ মজুমদার।

[হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

ভীম পলাশ্রী—আড়াঠেকা।

কপালে আমার বিধি একি বিধি লিখেছিলে ?
ধন মান দিয়ে দান কেন পুনঃ হরে নিলে।

তব লীলা লীলাময়, জীবেতে মিলায়ে রয়
শুভাশুভ ফলদ্বয়, অনুক্ষণ তাহে মিলে।
তুমি অগতির গতি, অখিল-ভুবন-পতি,
কি করিলে মোর প্রতি, চির-দুঃখে ভাসাইলে।
অথবা যে যার দোষে, পড়ে বিভু তব রোষে;
কে বা সবে পরিতোষে, দীনেশ হে, না দেখিলে ॥২২০
রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]
কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

তাই প্রাণ প্রাণধন অনুক্ষণ ভেবেছে।
থাকি থাকি ডান আঁখি অভাগীর নেচেছে।
যায় যাক রাজ্য ধন, নাহি তাহে প্রয়োজন;
মিলে এ সুত-রতন, সব সাধ মিটেছে।
কি বা কাজ এ ভবনে, প্রাণধনে লয়ে সনে,
চল যাই ঘোর বনে, এই মন হতেছে ॥ ২২১ ঐ

[রোহিতাশ্ব এবং শৈব্যাসহ নিশাকালে প্রস্থান।]
হাম্বীর ঝংলো—একতালা।

ওরে বাপধন, মা জানি কখন,
হ'বে যে এমন, কি হ'ল, কি হ'ল হায়।
আঁখি-নীর ঝরে, হৃদয় বিদরে;
তোরে প্রাণ ধরে, ল'য়ে যাইব কোথায়।
ক্ষুধের কারণ, কাঁদিবি যখন,
কি দিয়ে তখন, যাদু ভুলাব তোমায়। ২২২ ঐ

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

বিধি যদি হ'ল বাদী, কেন হৃদি নিরবধি,
ডাকে তাঁরে বারে বারে।
রাজ্য ধন বন্ধুজন, গেল সব অকারণ ;
তবু প্রাণ গেল না রে।
মুনি সাঁপে সব সঁপে, অনুতাপে প্রাণ কাঁপে
এ দুঃখ কহিব কারে!
আমি অতি হীনমতি, ভবপতি মোর প্রতি,
তাই বুঝি দেখে নারে॥ ২২৩

রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(হরিশ্চন্দ্রের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক)

উঠ উঠ প্রাণনাথ অভাগী-জীবন-ধন।
দুরু দুরু করে হিয়া কর আঁখি উন্মীলন।
হেরি তোমা ধরাসনে, বহে বারি দুনয়নে ;
বারেক হে সম্ভাসনে, জুড়াও তাপিত মন।
একাকিনী বিদেশেতে, আমি নারী সুতসাথে,
বসে আছি এই পথে, কর নাথ দরশন॥ ২২৪

রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]

টোড়ি জংলা—কাওয়ালী।

তবে যাই নাথ রেখ হে স্মরণ।
অনাথিনী শৈব্যা রাণী, তা'রে ভুল না কখন।

বারেকেরি তরে, মধুমাখা স্বরে,
প্রিয়া বলে ডাক মোরে, জুড়াই জীবন ॥ ২২৫

[শৈব্যার বিদায় গ্রহণ কালে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

বিভাস—কাওয়ালী।

কোথায় চল্লে প্রিয়ে হৃদয়ধাম করে অন্ধকার।
কেন বিচ্ছেদবাণ বিদ্ধ করে হরিবে জীবন-ভার।
তুমি আমার নয়ন-মণি, জীবনের জীবাত্মা তুমি,
দেহের বন্ধনী।
তুমি আমার আলোক, সুখের প্রদীপ,
শান্তি-বারি এ অভাগার। ২২৬

রাধানাথ মিত্র।

[হরিশ্চন্দ্রের আক্ষেপ।]

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

বিধি এই তব মনে ছিল!
সূর্য্য-বংশ-গৃহলক্ষ্মী পরের কিঙ্করী হ'ল!
রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন;
আসিয়া পথিক জন, হায় তা'রে কিনে নিল।
শশীসম সুকুমার, বিকাইল্ল সাথে তার;
কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক মম রটিল।
ধিক্ এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,
এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল।
হা কুমার! হা প্রেয়সী! দেখা দাও ত্বরা আসি;
তোমাদের দুঃখরাশি, অধম হ'তে ঘটিল ॥ ২২৭ ঐ

[শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শোক-মাখা চারু-চিত্র ভীষণ শ্মশান!
ভব-রঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান!
নীরব ধরা-সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি;—
নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান।
বিষাদ বসন তাঁর, কঙ্কাল কুসুম-হার;
বিভূতি চন্দনসার, ধুলা ধূসরিত কেশ;—
লয়ে সঙ্গে প্রতিধ্বনি, সাজি রাণী পাগলিনী,
চিতা জ্বেলে চিতে ধনী, কাঁদিয়ে কাঁদান॥ ২২৮

রাধানাথ মিত্র।

[মৃত সন্তান-অঙ্কে শশ্মানে শৈব্যার প্রবেশ।]

আলেয়া—একতালা।

আমার কি হ'ল, কি হ'ল, কেন হ'ল গো এমন।
আমি দুর্ব্বাবনে হারালাম প্রাণের রতন।
আর কে ডাকিবে ও রে, 'মা' বলে মধুর স্বরে,
কা'র বা অধর ধরে, করিব চুম্বন।
নাথেরে হইয়ে হারা গিয়াছে নয়ন-তারা;
না শুকাতে আঁখি ধারা, ভাঙ্গা কপালে ভাঙ্গিল;—
গোপনে আসিল চোর, কাটিল স্নেহের ডোর,
প্রাণের তনয়ে মোর, করিল হরণ॥ ২২৯

রাধানাথ মিত্র।

[হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সিংহাসনে আরোহণ ;
দেব ও অপ্সরীগণের গীত।]

বেহাগ জংলা—একতালা।

গাও রে জগতজন (সবে) মিলিয়ে,
কুসুমদাম ফুটিয়ে, চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে ;
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
গাও রে কোকিল নিকুঞ্জকুলে,
গাও রে মধুপ বসিয়া ফুলে,
সরসী-সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে ;—
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
গাও হে পবন মধুর স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ ক'রে ;
নিশির শিশির প্রেমের ভরে,
গাও সুবাস মাখিয়ে ;—
নবীন নির্ঝর নবীন রবে,
আছ রে বিজনে যে যথা সবে ;
গাও রে প্রকৃতি জাগা'য়ে ভবে,
প্রেম-লহরী তুলিয়ে ;—
আজি এ মধুর মিলনে মাতিয়ে। ২৩০

রাধানাথ মিত্র।

[দময়ন্তীর উক্তি।]

টোরী-ভৈরবী—একতালা।

বল্‌ব কি বল্‌ব কি প্রাণ দহে অনলে,
নলের বিচ্ছেদানল জলে গেলেও জ্বলে।
যাব আমি যমপুরে, পদরজ দেও মা শিরে।
গৃহে লয়ে প্রাণ-পতিরে আসি সত্বরে,
রাজ্য ধন ত্যাগিয়ে, বনে এলাম পতি লয়ে,
বিধাতা বিবাদী হয়ে নলে হরিলে ॥ ২৩১ অজ্ঞাত।

[নলের প্রতি দময়ন্তী।]

খাম্বাজ—একতালা।

বলি, যেন স্মরণ থাকে হে রাজন্ প্রাণধন।
এ অধিনী সঁপিয়াছে তব পদে প্রাণ মন ॥
শুন ওহে মহামতি, ও হে নিষধাধিপতি,
আপনি হবেন পতি, বাসনা এমন।
বিহনে তাহা নাহি রাখিব জীবন।
ভাল যাহা হবে কর, করি নিবেদন। ২৩২ অজ্ঞাত।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হায় বিধি কি হইল দারুণ মনোবেদন।
কেমনে লিখিলে মম কপালে হেন লিখন ॥
রাজার নন্দিনী আমি, প্রাণনাথ ধরাস্বামী,
তাহে হই বনগামী, কে আছে, মম মতন।

সে দুঃখ ভাবিনে মনে, প্রাণপতি অকারণে;
ত্যজিয়ে গেলেন বনে, সহে না যে অদর্শন ॥ ২৩৩

অজ্ঞাত।

[নলের উক্তি।]

আলেয়া—জলদ তেতালা।

কোথা গেলে প্রিয়সীর পাব আমি দরশন।
প্রিয়সী বিহনে মম দহিতেছে সদা মন ॥
কি কহিব হায় হায়, বিনা দোষে অবলায়,
ত্যজেছি এ দুঃখ তায়, প্রাণে বাঁচিনে এখন ॥ ২৩৪

অজ্ঞাত।

[সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান।]

(সাবিত্রীর প্রতি সত্যবান।)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কি কারণ, হেরি প্রিয়ে মলিন বদন।
কেন কমল আঁখিদ্বয়, করিছে বারি বর্ষণ ॥
কেন চারু চন্দ্রানন; বর্ণহীন অনুক্ষণ;
কেন ভাসে সুবদন, অশ্রুত বচন।
হৃদয় উন্নত কেন, হইতেছে ঘন ঘন,
শ্বাস বহে অনুক্ষণ কিসের কারণ ॥ ২৩৫ অজ্ঞাত।

[সত্যবানের প্রতি সাবিত্রী।]

পাহাড়িয়া—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ প্রাণপতি, ধরি চরণে হে।
কেন হে ধূলায় পড়ি, সংজ্ঞাহীন আছ হে।

রজনী আগত হল, অন্ধকারে আচ্ছাদিল,

চল সখা চল চল আশ্রমে যাইব হে।

কি কব আর তোমায়, খেদে হৃদি বিদরয়,

সব দেখি শূন্যময়, তোমার বিরহে হে।

কি দোষে দাসীর প্রতি, হ'লে প্রতিকূল-গতি,

উঠ হে করি-মিনতি চরণে ধরিয়ে হে॥ ২৩৬ অজ্ঞাত।

[দুষ্মন্ত তপোবন-সন্নিহিত পথে।]

অহং খাম্বাজ—আদ্ধা।

ধর শরাহত মৃগযূথং, কৃতসন্ধানমপিক্রতং

মৃগয়তি রাজা।

চলতি পততি করোতীহ খলু বাণ-যাজনং

সারথী সহিতং সন্ধানমপিশং,

ললিতং সুকান্তং পালিত হরিণং কমল-কোমল

শরীরং তপোবনাশ্রিতং

তরসা ব্রজন্তি ভয়েন, হরিণ-শিশব ঈক্ষন্তে

মুহুস্তদন্নৃপকর প্রয়োজিত মধিজ্যাং

খলু বাণভীতিগতা, ধাবন্তি হরিণাঃ মুনিনাং শরণং,

দূরাদিহ দৃষ্ট্বা মুনয়স্বরয়া মাধব মাধব বদন্তি

নৃপতিং সঘনং॥ ২৩৭ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[দুষ্মন্তের প্রতি মুনিগণ।]

খাম্বাজ—একতালা।

ও হে নৃপতি মাধব মাধব হরিণ-শিশু-জীবন।

আশ্রম-পালিত বটে মৃগযূথ না কর হনন॥

তব হে শর অনল প্রায়, মৃগ-তুলারাশি দহিলে তায়
তব সম লোকে শোভা নাহি পায়, ব'ধ না কখন॥ ২৩৮

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[তপোবনস্থ উদ্যানে দুষ্মন্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে।]

তিলককামোদ—ঝপ।

রমণীয় তপোবনে কি ভাব নেহারি,
পুণ্য-নিকেতনে শান্তি সহচরী।
কানন-পালিত, পশু যত ভাসিছে আনন্দে ;
নাহি হিংসা দ্বেষ কার, কেহ নহে বৈরী,
সার্দ্দূল হরিণে সদা সখ্যভাব হেরি।
ধরিয়ে সুতান, পাখী যেন বেদগানে মগন,
হ'য়ে আছে নিরন্তর মুনি-অনুকারী,
ইচ্ছা রাজ্য ত্যজি হই বনচারী॥ ২৩৯ ঐ

[কলসী-কক্ষে প্রিয়ম্বদা, অনুসূয়া এবং শকুন্তলার কাননে প্রবেশ।]

পরজ—আদ্ধা।

সখি চল চল সবে কাননে যাই,
নিয়ে বারি, সেচন করিগে তরুতলায়।
দিবাকর-করে, লতাসহকারে,
তাপিত অতি মলিন হায়,
(আবার) বারি দিয়ে চল তুষি তাহায়।

এবে মুকুলিত, অতি সুশোভিত,

মাধবীলতা, দেখিবে তায়,

(এখন) বাবদিনে তুমি চল ত্বরায়॥ ২৪০

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(শকুন্তলার স্বামী-গৃহে গমন কালে আকাশে

বনদেবতাদিগের সঙ্গীত।)

ললিত—আড়া।

সুখে থাক যেয়ে স্বামীসদনে।

মায়ার পুতলি, স্নেহের কমলকলি,

তুমি আমাদের মা এ কাননে।

শিশু কোলে নিয়ে, জুড়াইবে তব হিয়ে,

আশীর্ব্বাদ করি গো তোমা ধনে॥ ২৪১ ঐ

[সখিগণের নিকট শকুন্তলার বিদায়।]

ঝিঁঝিট—আড়া।

বিদায় হই প্রাণসখিগণ, দেখ দেখ ভুল না আমারে।

ক্ষম অপরাধ মম, সদা রেখ অন্তরে,

কত না যাতনা দিয়েছি বল না, কখন ক'র না মনেতে

স্মরিলে সে সব কথা সহে না সহে না অন্তরে। ২৪২ ঐ

[মেনকার উক্তি।]

খম্বাজ—আড়া।

হায়, হায়, বিধি কেমন দারুণ,

রাজার চরিত নিঠুর অতি।

কেমন ক'রে মা শকুন্তলে!
মন প্রাণ দিলে ইহার প্রতি।
বল্বে বা কায়, দুঃখের কথা,
না বুঝে কল্লে প্রেম অযথা,
অদৃষ্টেরি ফল, যা হ'বার তা হ'ল,
চল চল এবে নিজ বসতি॥ ২৪৩

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(দুষ্মন্তের প্রতি মিশ্রকেশীর উক্তি।)

ঝংলাট—ঠুংরি।

(হায়!) কেন এ ভাব, নৃপতি তব, বুঝিতে না পারি।
শ্রীমুখ মলিন, বল বল কেন, তাপিত তনুরুচি।
শকুন্তলা মনে প'ড়ে কি এখনে, অনুতাপিত পরাণ
জানিব তা আজ ভাল করি॥ ২৪৪ ঐ

(বহুদিন পরে রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলার উক্তি।)

ভৈরবী—পোস্তা।

হৃদয় বল্লভে কেন হেরি এ কাননে,
দাসীরে মনে কি হ'ল এত দিনে।
বুঝি মম হারানিধি, দেখাইয়ে বিধি,
পুনঃ মোরে ছলিতে বাসনা মনে॥ ২৪৫ ঐ

(দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন।)

বেহাগ—আদ্ধা।

আহামরি একি হেরি রূপ মাধুরী।
পতি পাশে সতী শোভে হের প্রাণ ভরি॥
(ও গো সই হের প্রাণ ভরি)
ঝটিকার অবসানে, হাসিলেক তপনে,
দেখ চেয়ে কমলিনী নাচিছে তারে নেহারি।
জল পেয়ে চাতকীর প্রফুল্লিত অন্তর,
হাসিছে ভাসিছে রসে ডুবিছে নিজ পাসরি!
সহকার পেয়ে আজি দেখ মাধবী লতা,
ভাসিছে আনন্দে আহা তারে আলিঙ্গন করি॥ ২৪৬

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(শ্রীমন্তসংবাদ।)

[শ্রীমন্তের সিংহল গমনকালে খুল্লনার উক্তি।]

বেহাগ—মধ্যমান।

হায় রে কেমনে, তোমাধনে, দিব রে বিদায়।
শীতল শোকানল, নব হ'ল যাদু তোর কথায়॥
বিমাতা তোমার, বিষাধার বিষধর প্রায়;
কত কথা কয়, সব প্রাণে সয়,
মনে এই হয়, হইবে সময়;—
কাঁদা'য়ে হৃদয়, যা'বে রে কোথায়॥ ২৪৭

রাধানাথ মিত্র।

[খুল্লনার প্রতি শ্রীমন্ত।]

মিশ্র মল্লার—আড়াঠেকা।

যাই যাই জননী গো কর না বারণ।
সুখেতে থাকিব আমি কর অশ্রু সম্বরণ।
দেশত্যাগী পিতা-তরে, অপবাদ সবে করে,
যাব সে সিংহলপুরে আনিবারে পিতৃধন।
আশীষ এ দাসে তব, বিষম বিপদ সব,
অনায়াসে পার হ'ব কেন করি'ছ রোদন।
পদধূলি মা তোমার, মাথায় দাও আমার,
লয়ে পিতা পুনর্ব্বার, আসিব ফিরে ভবন॥ ২৪৮

রাধানাথ মিত্র।

[ব্রজ-বৃত্তান্ত।]

(নন্দের প্রতি যশোদা।)

বেহাগ—একতালা।

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়া গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,
জননি দে ননী দে ননী বলে॥
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বোলে। এ।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর সর,

নাহি অবসর কেবা দিবে সর,
সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে॥
ধুলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
শুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে এ। এ।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
"বল্লেম" চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণতলে॥ ২৪৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[বসুদেবের প্রতি দৈবকী।]

খাম্বাজ—একতালা।

যায় যাবে প্রাণ কিসেরি সম্মান,
দেহে থাকতে প্রাণ দিব না সন্তান।
না হয় কংশ-রাজ্য—এই পাপরাজ্য
ছাড়ি অন্য রাজ্যে করিব প্রস্থান,
বনবাসী হ'ব বনফল খা'ব,
নির্জ্জনে দু'জনে পুত্র নিয়ে রব।
হেরি চন্দ্রানন, জুড়াবে জীবন,
যদি হয় মরণ করবে পিণ্ডদান॥ ২৫০

রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

আড়া।

ও বাছা বলরাম রে গোপাল আমার দিলাম তোর হাতে।
সঙ্গে সঙ্গে রেখ গোপাল, দিও না দূর বনে যেতে।
নিকটে চরাইও ধেনু, শু'ভাইয়ে বাজা'ও বেণু।
রোদেতে ঘামিল তনু, বসো তমালের তলেতে।
গোপাল আমার কেলে সোণা, দুখের বার্ত্তা কি তা জানে না।
ক্ষির সর নবনী ছানা দণ্ডে দণ্ডে দিও খেতে ॥ ২৫১

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

সোভা।

ঐ দেখ্‌রে দুগ্ধে আমার বসন ভেসে যায়।
শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,
নিয়ে ক্ষির সর দিব রে তোর চাঁদ বদনে ও রে জলধর।
দুখিনীরে ভুলে রলি রে,
মা বলিয়ে এক বার কোলে আয় দ্বারকায় ॥ ২৫২

মুচিরাম মৃধা।

[যশোদার উক্তি।]

ললিত যোগিয়া—আড়া।

হায় আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম,
পরের কথায় ঘরে দিলেম, অনল গো।
অক্রূর বা কোথাকার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে, সে কেন নীলমণিকে,
হোরে নিল গো ॥ ২৫৩ অজ্ঞাত।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

বলাই ডাকিস্‌নে রে, শিঙ্গা বাজাইস্‌ না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্গেতে,
গহন বনেতে—আমার নীলমনি
আজ বনেতে যাবে না।
নিশির শেষে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে
শোন বলাই বলি তোরে—দুরাত্মা কংশের চরে,
নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে।
আমি শোন বলাই তাই বলি—যে দুখের নীলমনি
জানে রোহিণী—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥ ২৫৪

অজ্ঞাত।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

নীলমনি-ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে।
বলাই ফিরে যা তোর গৃহেতে।
আমার একেলা নিমাই, মা বলিতে নাই।
গোপাল যদি নিবি মনে, পাষাণ দে মোর বুকেতে ॥ ২৫৫

অজ্ঞাত।

[গোষ্ঠ গীত।]

ঝুমঝিট—একতালা।

হারে রে রে রে রে, ওঠ রে কানাই।
বেলা হ'ল চল, চল গোঠে যাই।

আয়রে কানু আয় ;
ওঠরে গোপাল দাঁড়ায়ে রাখাল পথপানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাব বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু, কাননে নাই যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাই চায়॥ ২৫৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[বলরামের প্রতি গোপাল।]

বলাই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হ'বে না।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে নারি,
আমায় নিতে হ'লে পরে, মাকে কর সান্ত্বনা।
গোষ্ঠের অতি বেলা হলো, ধেনু সব গৃহে রইল।
আজি গোষ্ঠে গেলে পরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না॥ ২৫৭

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

বলো বলো নারদ মুনি মথুরায় এই কৃষ্ণের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
শত বর্ষ কৃষ্ণহারা এ দুঃখিনীর বাঁচা ভার॥ ২৫৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[শ্রীদামের উক্তি।]

বসন্ত—তেতালা।

ভাই রে সুবল বল্ রে সুবল উপায় কি করি বল্ ?
কেবল রিপুবল, হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে
দুর্ব্বলের আর কি আছে বল।
পুন কি কালীয় দহে বিষজলে প্রাণ দহে,
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর কেনেক দু'দিন,
যদি বিধি না দেয় সুদিন,
তবে আর কেন দিনের দিন,
দিন গণে দিন কাটাই বিফল ॥ ২৫৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

মধুকানের সুর।

(দেখ্‌লাম যত নারী বসে নীরে—সুর।)

দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত, না হইলে কাঁদিবে কেন এত।
গোপাল আয়, গোপাল আয় বলে, করাঘাত হানে কপালে,
বলে এই ছিল কপালে, আসতেম না রে জান্‌তেম যদি এত।
মুক্ত কেশে, মুক্ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে মলেম দ্বারির হাতে মুক্ত কর মোরে।
মদন কয় চিন না দ্বারি, ইনি যে রাজমাতারি।
এ দশা হয় তোমারই, দেখিলেম মাতারি কত শত ॥

মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে, রাজার এক মাতা,
যদ্যপি কাঙ্গালি হ'ত, মনমত ধন চাহিত,
ধনহারা কাঙ্গালি নয় ত, উহার প্রাণ কেবল কৃষ্ণগত ॥ ২৬০

মধুকান।

[যশোদার উক্তি।]

আলেয়া—খয়রা।

ও সুবল রে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী,
এখন আমায় চিন্‌বিনে বাপ।
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন, হারা'য়ে সে ধন,
হইলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস নে সুবল,
এ জীবনের বল, কেবল নীলকান্তমণি।
নিশিতে স্বপনে, দেখ্‌লাম নীল রতনে,
ননী দে মা বলি করিছে রোদন।
হ'ল প্রভাত রজনী, কৈ সে নীলমণি,
আশা করে আছি দ্বারে, ঐ দেখ্ নীয়ে ক্ষীর সর ননী ॥ ২৬১

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[যশোদার উক্তি।]

মধুকানের সুর।

নিল মুনি নীলমণি যে দিন, আমার মনে হইল সে দিন
ফিরে কি আর হবে এমন দিন?

যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, জান্‌লে কি রে দিতেম ছেড়ে
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন।
ও মা যাই যাই ব'লে কারে বা সুধায় গো,
নে রে খা রে ক্ষীরননী কে তারে বলে গো,
কারে বা বলে জননী কে বা দেয় ক্ষীরননী,
খায় কি রে সে ক্ষীরননী, দুখিনীরে মনে হয় কি একদিন ॥ ২৬২

মধুকান।

পরজ—ঠেকা।

কে আলি আমার রতনমণি বল শুনি।
এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী।
ধর্ম্ম মাতা পিতা পেয়ে ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি সেই দুখেতে;
মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখ্‌রে রেখেছি ননী।
গোচারণ ভয়ে কিরে এসব আচরণ,
নন্দের বাঁধা এত ভারি হ'লরে এখন;
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
সুদন কয় কি বল রাণি! কোথায় তোমার নীলমণি ॥ ২৬৩

মধুসূদন কিন্নর (কান)।

অতিরিক্ত পৌরাণিক সঙ্গীত।

[দক্ষযজ্ঞ—আগমনী।]

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ও গো জয়া বল জয়া কখন আসিবে,
মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে।
গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে,
কখন আসি অশিতে অঙ্কেতে বসিবে।
গৌরি হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল,
মা বলে এস কুন্তলে কুন্তলা ভাসিবে।
গত যামিনীর শেষে, দেখেছি স্বপ্নাবেশে,
আমার শিওরে বসে, শিব সঙ্গে শিবে।
সে হইতে উৎকণ্ঠিতা, আছি ধুলায় লুণ্ঠিতা,
স্বপন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে॥ ২৬৪

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—আড়া তেতালা

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ।
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
আশুতোষ-হৃদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ।
মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে,
কে বুঝিবে মরম-যাতনা,—
শুন হে ভূধরস্বামী, কেমন কঠিন তুমি,
তনয়া পাশুরে আছ, তোমার কি এই কাজ॥ ২৬৫ ঐ

যোগিয়া—আড়া।

রাণী গো শুধু তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়।
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয়।
অর্থহীন পশুপতি, তাঁ'র সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়।
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীরে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয়॥ ২৬৬

রমাপতি রায়।

—

যোগিয়া—তিওট।

সে দিন আমার কবে হ'বে।
আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মা বলে ডাকিবে।
হ'ব কি এ সম্ভব, সদয় হইবেন শিব,
হয়ে সরল স্বভাব, উমারে পাঠা'বে।
বাছারে ল'য়ে বিরলে সাদরে করিব কোলে,
পুরবাসীগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে।
কৈলাসের বার্ত্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ ও বাসনা পূরিবে।

এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনা'বে।
দ্বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণী
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে। ২৬৭
রমাপতি রায়।

যোগিয়া—আড়া।

কত মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের ঘরে।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই,
জামাতা শ্মশানে ফিরে।
কত বা যতন করে, রাখিতাম হৃদি পরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা থাকিতে মানভরে।
সেখানে কে আছে শিবে, তোমার দৌরাত্ম্য সবে,
কে রাখিত সমাদরে।
আর কত কথা শুনি, গঙ্গা-নামেতে সতিনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে।
দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠা'ব পুনঃ,
বুঝাইব জামাতারে॥ ২৬৮ ঐ

বিভাস—জলদ তেতালা।

আর কেঁদ না প্রাণ-উমা নাহি পারি দুখ সহিতে।
এস মা সঙ্গেতে মম সুখে হাসিতে হাসিতে।
তোমারে কি বিস্মরণ, হ'তে পারি কদাচন,
কি করি মা পঞ্চানন, নাহি চান পাঠাইতে।

তোমা বিনে অন্ধকার, হ'য়েছে গৃহ আমার
একান্ত না পারি আর, অমনি তথা থাকিতে।
তব জননী দুখিনী, তোমা বিনে পাগলিনী,
দিবস দিবা যামিনী, আছে পড়ি ধরণীতে॥ ২৬৯

বনোয়ারি লাল।

আলেয়া—আড়া।

হর কর অনুমতি, যাই হিমালয়।
জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়॥
এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, র'ব পিত্রালয়।
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হ'য়ে,
আসিব কৈলাসে হ'লে, নবমী উদয়।
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হ'লো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হ'তেছে সংশয়॥ ২৭০

জগন্নাথপ্রসাদ বসু।

খটভৈরবী—আড়খেমটা।

কোলে আয় মা ভবদারা, নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা,
যা'রা তারা চায় আমার মত হয় কি তা'রা?
বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হ'য়ে দেখাইব মার মায়া কেমন ধারা॥ ২৭১

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

[সতী-বিরহে শিব।]

ললিত ঝিঁঝিট—ছোট ঝাঁপতাল।

নন্দি গিরি-নন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন তারা।
তারা হারা হ'য়ে আমি হ'য়েছি রে তারাহারা ॥
যে দিন তিন দিন বলে গেছে রে সেই দীনতারা,
সেই দিনে তখনি আমি দেখে'ছি রে দিনে তারা,-
তারা-শোকে বহিছে আমার তারাকারা ধারা ॥ (নন্দি রে)
যোগাসনে তারা রূপে, যা'রা আছে তারা সঁপে,
ও রে নন্দি তারা কি ধন জেনেছে তা'রা ;
তোরা রে এত কাল নিদ্রে কাল ঘরে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে মম তারারে না হেরিলি,
জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা ॥ ২১২

দাশরথী রায়।

[পার্ব্বতী বিরহে শিব।]

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমিরনাশা ভবের আশাপথে কবে আসিবে,
কবে দুঃখ নাশিবে শিবে, শিবে করুণা প্রকাশিবে।
অসিতবরণী অসিধারিণী, অসাধারণ গুণধারিণী,
আশু দুঃখহারিণী আসি আশুতোষে কবে তোষিবে।
নীলবরণী নিস্তার, নীলকণ্ঠে কত আর,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসা'বে ;
হরদুঃখ হরণকারণে, আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গা দাশরথীর ভব-ভাবনা প্রনাশিবে ॥ ২১৩ ঐ

কালেংড়া।

ত্রিলোচন-দুঃখ বিমোচন কর হে করুণা করে।
বিদায় দাও আমায় অভয়া ল'য়ে যা'ব গিরিপুরে॥
পাষাণী হ'য়ে অধীরা, অচৈতন্ত আছে ধরা,
চৈতন্তরূপিনী তারা ধনে কে চৈতন্ত করে॥ ২৭৪

দেওয়ান মহাশয়।

[শারদোৎসব।]

বাহার বসন্ত—ত্রিতালী।

মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মহামায়া-আগমনে।
আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ত্রিভুবনে।
করি নানা অনুষ্ঠান,
উৎসবে সবে নিমগন,
ভক্তিভাবে ভাবি দশভুজার চরণ;
হৃষ্ট চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি করিয়ে অর্পণ,
প্রমোদে কাটায় কাল ভবানীর গুণগানে॥ ২৭৫

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[মেনকার উক্তি।]

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ-উমাধনে।
উমা উমা ক'রে গো মা কেঁদে মরি রাত্রি দিনে।
আর কত ক্লেশ স'ব, কি করিব কোথা যা'ব,
হায়! কবে কোলে পা'ব আমার উমা-রতনে।

উমার মুখারবিন্দ, জিনিয়ে শারদ চন্দ্র,
না হেরিয়ে নিরানন্দ দেখ মম নিকেতন ॥ ২৭৬
রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শঙ্কর বিষণ্ণ বদনে মৌনাবলম্বন এবং উমা তাঁহার
করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক।]

পিলু—খেমটা।

কেন বসিলে হে বিষণ্ণ বদনে।
কেন বহিছে অশ্রুধারা নয়নে।
ও হে প্রাণনাথ, চল মম সাথ,
ল'য়ে কার্ত্তিক গজাননে।
এই নিবেদন তোমার চরণে ॥ ২৭৭ ঐ

[গিরিরাজের উক্তি।]

পুরবী—আড়াঠেকা।

বল মা মঙ্গলা তব সর্ব্বাঙ্গীন সুমঙ্গল।
জামাতা দৌহিত্রদ্বয় সকলে আছে ত ভাল।
তোমার তত্ব লইতে, না পারি সদা আসিতে,
দেখ এ বৃদ্ধ দেহেতে শুষ্ক হইয়াছে বল।
তায় তব অদর্শনে, বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে,
আজি তব চন্দ্রাননে, হেরিয়ে আনন্দ হ'ল ॥ ২৭৮ ঐ

[উমার উক্তি।]

গৌরী—আড়া।

বল বল বল পিতঃ শুনিতে ব্যাকুল মন।
নাহি পাই সমাচার মা মম আছেন কেমন।
মম বাল্য-সখিদলে, সবে আছে ত কুশলে,
প্রতিবাসিনী সকলে, আছে বল কে কেমন ॥ ২৭৯

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শঙ্করের প্রতি গিরিরাজের স্তুতি।]

ইমন—কাওয়ালী।

কুরুমে করুণা ত্রিলোচন।
দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন।
ব্যোমকেশ ঈশ বিভূতিভূষণ,
ব্যাল-উপবীত বপুতে শোভন,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর পরিধান।
গলে অস্থিমালা করে পিনাক ডমুরু
ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাসুরসূদন।
দক্ষযজ্ঞান্তক সাধক-তারিক কর বিভু কৃপাদান।
ত্যজি রোষ আশুতোষ, হ'য়ে মোরে সন্তোষ,
মনোঽভীষ্ট কর পূরণ ॥ ২৮০ ঐ

[উমার উক্তি।]

ভৈরবী—একতালা।

প্রাণেশ্বর আজ্ঞা কর যাইব পিত্রালয়।
বড় বিচলিত হইয়াছে চিত, ক্ষণ ধৈর্য্য নাহি হয়।

পিতার সম্মুখে হ'লে প্রতিশ্রুত,
ষষ্ঠীতে আমারে পাঠা'বে নিশ্চিত,
সে ষষ্ঠী ত আজি হ'ল সমাগত, আর বিলম্ব না সয়।
জননী আমার আছেন যে দুঃখে,
শুনেছ ত সব জনকের মুখে,
তাইতে বাসনা ত্বরা তাঁরে দেখে, জুড়াই তপ্ত হৃদয়॥ ২৮১

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শিবের উক্তি।]

ভৈরবী—একতালা।

তবে এস প্রাণপ্রিয়ে বিলম্ব ক'র না আর।
কার্ত্তিকেয় গণপতি সঙ্গে যাউক তোমার।
কোথা গো আয় বিজয়া, তুই যা আর যা'ক জয়া,
দেখিস যেন অভয়া, কষ্ট না পায় আমার।
পান্থমধ্যে বিল্বমূলে, থেক সবে সন্ধ্যা হ'লে;
যেও কল্য প্রাতঃকালে, সাবধানে গিরিপুরে॥ ২৮২ ঐ

[দূর হইতে গিরিরাজ উমাকে দর্শন করিয়া রাণীর প্রতি।]

আলাইয়া—কাওয়ালী।

রাণি দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমা ধন, সহ গুহ গজানন।
আর লক্ষ্মী সরস্বতী, জয়া বিজয়া প্রভৃতি,
করিয়াছে শঙ্করীর সঙ্গে আগমন।
আয় গো ত্বরায় যেন গৃহে আর,
মঙ্গলাচরণ কর আসি সর্ব্বমঙ্গলার,

আজি কি সৌভাগ্য গো রাণি তোমার,
বহিছে আনন্দ-স্রোত-পারাবার,
ডাক সব পুরনারী, উমায় বরণ করি,
পুরে লোক ত্বরা করি, করি জয় উচ্চারণ ॥ ২৮৩

—— রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[গিরিরাণী উমাকে ক্রোড়ে লইয়া।]

ভৈরবী—একতালা।

ও গো উমা আয় গো মা আয় করি কোলে।
জুড়া'বে জীবন, করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে।
পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি মা ধর দিব বদন-কমলে।
তুই গো মা মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতুলি অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন, ছিলি কি মা তুই ভুলে? ২৮৪ ঐ

ললিত—আড়া।

করি নতি উডুপতি থাক থাক ঐখানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে হারাইব তারাধনে।
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা রতনে।
সদত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁখির তারা
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিবে কেমনে প্রাণে॥ ২৮৫ ঐ

[মেনকার উক্তি।]

ভৈরবী—ত্রিতালী।

রেখ রেখ রেখ বাছা দুখিনীর বাক্য মনে।
বর্ষে বর্ষে এই কালে এস মম নিকেতনে।
তুমি মম প্রাণধন, হেরি জুড়ায় নয়ন,
অশ্রুধারা নিপতন, নতুবা হয় নয়নে।
তোমার গমন দেখি, দেখ পৌরজন দুঃখী,
যত তব বাল্যসখী, ভ্রমে মলিন বদনে।
পশু পক্ষী আদি সবে, ক্রন্দন করে নীরবে,
ঐ 'হা হতোস্মি'-রবে এলো প্রতিবাসী গণে॥ ২৮৬

—— রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[গিরিরাজ ও মেনকা সমস্বরে।]

ভৈরবী—ত্রিতালা।

থাক অভিন্ন হৃদয়ে সুখে শঙ্করী শঙ্করে।
বিশুদ্ধ প্রণয় বদ্ধ হো'ক দোঁহার অন্তরে।
স্নেহ অনুরাগ যেন, পরস্পরে বেষ্টন,
করিয়ে কর নিমগ্ন, সদা আনন্দ-সাগরে।
আর দীর্ঘজীবী হ'য়ে, পুত্র পৌত্রাদি ল'য়ে,
বিহর স্বচ্ছন্দ হ'য়ে, রম্য কৈলাশ-শিখরে॥ ২৮৭ ঐ

[সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান।]

(সত্যবানের উক্তি।)

বেহাগ—একতালা।

আমার মন ভুলিল, এ বিজন বনে কি হেরি নয়নে,
দেবী কি মানবী করিল এ ছল রে'

চাঁচর চিকুর নবকাদম্বিনী, ধরাতল ধায় ধরিতে ধরণী,
কে কোথা দেখেছে স্থিরা সৌদামিনী,
বিচরে ভূতল-তলে রে।
বদন-কমল সুধার আকর, নয়নযুগল নিন্দি ইন্দিবর,
কটাক্ষে যেন রে কালকূট শর, মরমে বিঁধিল রে।
লাবণ্য-সলিলে কনকের লতা, অধর দশন প্রবাল মুকুতা,
লাজ-সমীরণে সতত চকিতা, কেমনে গিরি ধরিল রে॥ ২৮৮
প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[সাবিত্রীর পিতার উক্তি।]
খাম্বাজ—লোফা।

সরলা বালিকা, প্রাণের অধিকা, সোণার সাবিত্রী ধনে।
আজ কোন প্রাণে, সঁপিব কেমনে,
ভিখারী অল্লায়ু জনে।
আদরে পালিতা, স্নেহনীর মাখা,
এ বিপুল কূলে আশার লতিকা,
কেমনে এমন কুসুম-কলিকা, ফেলে দিব হুতাশনে।
সত্যপরায়ণা সতীকুল-চাঁদ,
ধরিতে পাতিলি কেন সত্য ফাঁদ,
হায় রে বিধাতা সাধিলি কি বাদ দেখাইয়ে সত্যবানে॥ ২৮৯ ঐ

[সাবিত্রীর মাতার উক্তি।]
খাম্বাজ—একতালা।

শুনি প্রাণ কাঁপে মরি মা সন্তাপে করো না দারুণ পণ।
মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন॥

ফণিনীর মণি, ননীর পুতলি,
সুধামাথা বাণী, কোকিলকাকলী,
কে তোরে ভুলালে, কি মন্ত্রণা পেলি, কেন মা হ'লি এমন।
হায় কি কুক্ষণে, হেরিলি নয়নে,
মায়ার নিদান যোগী সত্যবানে,
ক্ষমা দে সাবিত্রী, স'বে, না প্রাণে, ও অঙ্গে ভস্মভূষণ ॥ ২৯০
প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[সাবিত্রীকে বিমর্ষ দেখিয়া সত্যবানের উক্তি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

কেন রে মলিন মুখ হেরি সজল নয়ন।
শ্যাম আভা ইন্দীবর কেন লোহিত বরণ ॥
নন্দনকানন-সার, পারিজাত-পুষ্পহার,
দৈবযোগে অভাগার গলার হ'ল ভূষণ।
রবির খর কিরণে, ক্ষীণ ভাতি দিনে দিনে,
মলিন ধূলার সনে কুসুম-রতন।
অমর-বাঞ্ছিত নিধি, যদি বা দিলেন বিধি,
প্রাণ কাঁদে নিরবধি রাখিতে নাহি রে স্থান ॥ ২৯১ ঐ

[সত্যবানের উক্তি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

না জানি কেন রে আজি অন্তর এত চঞ্চল।
সদা সশঙ্কিত প্রাণ বুঝি বিপদ ঘটিল ॥

সকাতরা দীন মনে, হরিণী স্থির লোচনে,
চেয়ে কেন মুখপানে, অশ্রু বহে অবিরল।
তৃণ জল নাহি খায়, কি যেন বলিতে চায়,
ভাবিয়া আকুল যেন ভাবী অমঙ্গল।
কে যেন করুণ স্বরে, বলি'ছে কর্ণকুহরে,
হরি বল প্রাণ ভরে, দিন তোর ফুরাইল। ২৯২

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[যমের উক্তি।]

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এ কি অপরূপ হেরিলাম কাননে।
ঘোর তমোময় রজনী সময়, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান হয়,
যেন আদি সতী মূর্ত্তিমতী বিমলা এখানে।
বাসব-বজ্রসম, সুকঠিন এই প্রাণ,
কেঁদে উঠে আজ কেন বালার রোদনে।
অশ্রুতে অনল গতি, সন্তাপিতা বসুমতী,
এ সতীর প্রাণপতি হরিব কেমনে। ২৯৩ ঐ

[যমের প্রতি সাবিত্রী।]

মুলতান—আড়াঠেকা।

দয়া কর দেব বলি হে কাতরে,
দুটী পায়ে ধরে দাসী ভিক্ষা করে।
পতির চরণ সতীর জীবন, পারিব না দিতে প্রাণ ধরে।

বিলম্ব সহে না আর, কর দেব প্রতীকার,
মুক্ত কর পাপ প্রাণ-ভারে।
এই করো দয়াময় দেখো যেন মনে রয়,
প্রাণপতি পাই তব পুরে।
যথা র'বে সত্যবান, সেই মম সুখ-স্থান,
স্বর্গ কিম্বা নরক ভুস্তরে ॥ ২৯৪
প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[মাতার প্রতি সাবিত্রী।]

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

মা গো বিদায় লইলাম তব চরণে।
যাই পতি সনে চির নির্ব্বাসনে ॥
না দেখিনু তাত মাত, যাই মা জনমের মত,
মৃত্যু-কালে খেদ বড় মনে।
ঋষির সেই কাল বাণী, ফলিল আজ জননী,
ফণিনী হারালে মণি বনে ॥
অপরাধ শত শত, করেছি মা অবিরত,
ক্ষমা কর স্নেহময় গুণে।
কর এই আশীর্ব্বাদ পূরে যেন মন-সাধ,
পরলোকে পাই সত্যবানে ॥ ২৯৫ ঐ

ব্রজবৃত্তান্ত।

[যশোদার উক্তি।]

আড়াখেমটা—কীর্ত্তনের সুর।

আজকের মতন রেখে যা বলাই।
গোঠে যাবে না রে প্রাণ কানাই।
বনে রক্ষা করে বল কে,
আমি ঘরে যা'রে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে,
ঘরে কারে হেরে প্রাণ জুড়াই।
তোরি অনুগত নীলমণি,
তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য,
তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই।
মনের কথা শুন রে বলরাম,
আজ কান্না এসে শুনলে বনের নাম,
তেঁকি ভাবি নিরবধি, তুই বলিস যদি,
বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই।
কারে বলি না বলি তোরে,
গোপাল হেসেছে কালি ঘুমের ঘোরে,
কুলক্ষণের রক্ষ দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্চ্ছেছে সদাই।
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী,
কার জন্যে ভাব যশোদা রাণী,

দেখ গো অন্তরে, এই চরাচরে,
তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই। ২৯৬
রসপতি রায়।

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল।
এখন কেন গোপাল আমার গৃহে না এলো।
গোপালে পাঠায়ে বনে, চেয়ে আছি পথপানে,
কতক্ষণে আসবে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেল।
লয়ে ধেনু বৎসগণে, রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে খেলিতে খেলিতে,—
কিম্বা সে উদ্ধত হ'য়ে, বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হ'য়ে, বুঝি কারে মা বলিল।
ক্ষীর সর নবনী ল'য়ে, বসে আছি মুখ চেয়ে,
গোপাল আসবে ধেয়ে, মা মা বলিয়ে,—
না দেখিয়ে প্রাণধন, চঞ্চল হ'তেছে মন,
কে বা যাবে বৃন্দাবন, যদুরে পাঠাতে হ'লো। ২৯৭
যদুনাথ।

রাউর—আড়া।

রাণী পাঠায় কোন প্রাণে।
বিধু-বদন ঘামিয়াছে রবির কিরণে।
হর পূজে বিল্বদলে, যে ধনে পেয়েছ কোলে,
গোচারণে তারে দিলে রাখালের সনে।
ক্ষীরের পুতলী জিনি, অঙ্গের গঠনখানি,
কেমনে পাঠালে রাণী, গহন কাননে।

যদি ব্রজের বালক হ'তাম, রাখাল হয়ে সঙ্গে যেতাম,
ক্ষীর সর অঞ্চলে নিতাম, দিতাম বদনে।
তপন-তাপেতে অতি, উত্তাপিত বসুমতি,
সুকোমল পদ দুটী ; যাইবে কেমনে।
যদুনাথের হৃদাকাশে, দাঁড়াও দাঁড়াও গোষ্ঠের বেশে,
মনোগন্ধ প্রেমোল্লাসে, দিব চরণে ॥ ২৯৮

যদুনাথ।

অক্রুর সম্বাদ।

[কংশের উক্তি।]

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হলো আমার মনে ; কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দুনয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে ॥
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ),
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ),
মনে পাইনে মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে।
যে দিকে যাই যে দিকে চাই, দেখতে কৃষ্ণ পাই,—
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ, বুঝি কৃষ্ণ পাই—
কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষিকেশে,
ধরিল আমার কেশে, সুদন বলে শেষে জানবে মনে ॥ ২৯৯

মধুকান।

[অক্রূরের উক্তি ।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে।
ত্যজ্য করে ন্যায্য পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে॥
পথের সম্বল মন হরি-বল, হ'বে পথের জয়,—
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হ'বে তোমারি কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইলে কংশ,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে কর্‌বে ধ্বংস,
হ'লে হরির কোপের অংশ, কংশ যে হইবে ধ্বংস,—
সুদন কয় এমন কুবংশ, কি কায থেকে মথুরাতে॥ ৩০০

মধুকান।

[অক্রূরের প্রতি দেবকী।]

দেওগিরি—টিমাতেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে।
ব'ল তায় যেও না ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হ'য়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা ব'ল শুনে হ'বে সুখজনক,—
পাশরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক;